6th February | 2026 Friday

The ABROAD INSIGHT

Weekly News Letter

The Insights of Global Education and Migration

An Initiative of Edex Global Nexus for Our Youths

Education | Migration | Career

February 2026 | Issue 05 | Volume 02



Photo: The University of Bologna

The Abroad Insight

ISSUE 05, VOL. 02 | 06 FEBRUARY | FRIDAY

TABLE of CONTENTS

Letter from the Editor 01

জাপানে পাড়ি দেওয়ার পূর্বে প্রয়োজনীয় সকল সামগ্রী সংগ্রহের একটি পূর্ণাঙ্গ ও সুসংগঠিত তালিকা 02

অস্ট্রেলিয়া অ্যাওয়ার্ডস স্কলারশিপ 03

২০২৬ সালে আন্তর্জাতিক মানের উচ্চশিক্ষার জন্য কেন মালয়েশিয়া হয়ে উঠছে শিক্ষার্থীদের সবচেয়ে স্মার্ট গন্তব্য? 04

ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ: বাংলাদেশিদের জন্য আইসিসিআর বৃত্তি 05

মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা (অস্ট্রেলিয়া) 06

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য ভারতীয় স্কলারশিপের সুযোগ 07

চীনে পড়াশোনার আপনার পূর্ণ গাইড 08

চীন থেকে ব্যাচেলর করে ইউরোপে মাস্টার্স: সম্পূর্ণ গাইডলাইন 09

চীনের ‘শোয়ার্জম্যান স্কলারস’ প্রোগ্রামে ফুল ফান্ডেড স্কলারশিপ 10

অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ডের উচ্চশিক্ষা তুলনামূলক বিশ্লেষণ: 11

আধুনিক কৃষিতে জার্মানিতে ক্যারিয়ার সুযোগ : আউসবিলডুং 12

২০২৬ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার ভিসা নীতিতে বড় পরিবর্তন 13

কানাডায় আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ভিসা পারমিট: যা জানা জরুরি 14

এস্তোনিয়ায় পড়াশোনা: ইউরোপের স্বপ্ন দেখুন, কম খরচে! 15

ইতালিতে উচ্চশিক্ষা: CIMEA এবং Declaration of Value 16

যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা: জেনে নিন ভিসা বন্ড সিস্টেম 17

ফাহমিদুল ইসলাম : উদীয়মান বাংলাদেশি পেশাদার ফুটবলার 18

The University of Bologna, Italy: The Featured University 19

Festa della Sensa: ভেনিসের সমুদ্র ঐতিহ্যের অনন্য উৎসব 20

The Abroad Insight

ISSUE 05, VOL. 02 | 06 FEBRUARY | FRIDAY

LETTER *from the* EDITOR

Dear Readers,

As we move deeper into 2026, it is my pleasure to welcome you to the February edition of The Abroad Insight, the monthly magazine of Edex Global Nexus. The opening weeks of a new year have already brought fresh opportunities, changing priorities, and new directions for thousands of Bangladeshi students aspiring to build their academic and professional futures beyond our borders.

This edition comes at a time when international education is evolving at remarkable speed. Universities are adapting to emerging technologies, scholarship opportunities are expanding across new destinations, and immigration and career pathways continue to change with global economic and policy developments. Through this issue, we aim to bring you carefully researched insights into current admission opportunities, scholarship announcements, international research prospects, emerging study destinations, and the trends shaping the future of global education.

At The Abroad Insight, our purpose extends beyond simply sharing information. We believe that accurate information, presented responsibly and at the right moment, can transform uncertainty into informed action. Every student has a unique academic background, financial situation, ambition, and vision for the future. Our responsibility is therefore to help readers understand their options, evaluate opportunities carefully, and develop a realistic strategy for achieving their international education and career goals.

Looking ahead, 2026 presents an important opportunity to strengthen the global presence of Bangladeshi students, researchers, and young professionals. We hope The Abroad Insight will become more than a magazine it will be a trusted source of knowledge, a platform for opportunity, and a companion for those preparing to take their next step onto the global stage.

Thank you for being part of The Abroad Insight community and for allowing us to accompany you on your journey. The world of international education is constantly changing, but with the right information, preparation, and determination, new possibilities can emerge at every turn.

Welcome to the February 2026 edition of The Abroad Insight. Let us continue to explore, learn, connect, and move forward—together.

Warm regards,

Dr. Md Ekram Hossain

THE EDITORIAL BOARD
THE ABROAD INSIGHT
A MONTHLY MAGAZINE OF EDEX GLOBAL NEXUS
FEBRUARY 06, 2026



The Abroad Insight

ISSUE 05, VOL. 02 06 FEBRUARY | FRIDAY

জাপানে পাড়ি দেওয়ার পূর্বে প্রয়োজনীয় সকল সামগ্রী সংগ্রহের একটি পূর্ণাঙ্গ ও সুসংগঠিত তালিকা

বাংলাদেশ থেকে যারা স্টুডেন্ট বা কাজের ভিসায় নতুন জাপান আসার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তাদের জন্য প্যাকিং সহজ করতে এই প্রয়োজনীয় লিস্টটি দেখে নিন:



Photo: online

পোশাক-আশাক (Clothing):

পোশাক-আশাকের ক্ষেত্রে জাপানে যাওয়ার আগে পরিকল্পিতভাবে প্রস্তুতি নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। প্রথমত, অন্তত দুই সেট ফরমাল পোশাক যেমন ভালো মানের শার্ট, প্যান্ট এবং একটি পরিপাটি স্যুট সঙ্গে রাখা উচিত, যা ইন্টারভিউ, প্রেজেন্টেশন বা ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানে কাজে লাগবে। শীতের জন্য অত্যন্ত ভারী জ্যাকেট দেশ থেকে বহন না করাই বুদ্ধিমানের কাজ, কারণ জাপানের আবহাওয়ার সঙ্গে মানানসই উন্নত মানের জ্যাকেট সেখানে সহজেই পাওয়া যায়। তবে শুরুতে ব্যবহারের জন্য একটি হালকা হুডি বা সোয়েটার রাখা যেতে পারে। এছাড়া, দৈনন্দিন স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে সুতির অন্তর্বাস ও মোজা (প্রায় ১০–১২ জোড়া) সঙ্গে নেওয়া প্রয়োজন। জুতার ক্ষেত্রে এক জোড়া ফরমাল জুতা এবং একটি আরামদায়ক স্নিকার্স রাখা উচিত, কারণ জাপানে নিয়মিত হাঁটাচলা করতে হয়, তাই আরামদায়ক জুতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

রান্না ও খাবার

রান্না ও খাবারের বিষয়টি জাপানে নতুন জীবন শুরু করার সময় বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, বিশেষ করে প্রথম কয়েক মাসে। তাই দেশ থেকে কিছু প্রয়োজনীয় মশলাপাতি সঙ্গে নিয়ে আসা খুবই উপকারী। হলুদের গুঁড়া, মরিচের গুঁড়া, ধনিয়ার গুঁড়া, গরম মশলা ইত্যাদি ছোট ছোট প্যাকেটে করে অন্তত ২–৩ মাসের জন্য নিয়ে আসা ভালো, যাতে শুরুতে স্থানীয় দোকান খুঁজে বের করার ঝামেলা কমে এবং নিজের দেশের স্বাদ বজায় রাখা যায়।

এছাড়া শুকনা খাবার যেমন মুড়ি, চিড়া, বিস্কুট বা বিরিয়ানির মশলার প্যাকেট সঙ্গে রাখলে প্রাথমিক দিনগুলোতে অনেক সুবিধা হয়। নতুন পরিবেশে অভ্যস্ত হওয়ার সময় এসব খাবার সহজ ও দ্রুত সমাধান হিসেবে কাজ করে। রান্নার সরঞ্জামের মধ্যে একটি ছোট প্রেশার কুকার সঙ্গে আনলে তা খুবই কার্যকর হবে। এটি দিয়ে দ্রুত রান্না করা যায়, ফলে সময় ও পরিশ্রম দুটোই সাশ্রয় হয়, যা ব্যস্ত ছাত্রজীবনে বেশ সহায়ক।

ওষুধ ও ব্যক্তিগত যত্ন

জাপানে যাওয়ার আগে প্রয়োজনীয় ওষুধ ও ব্যক্তিগত যত্নের সামগ্রী সঙ্গে রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে নতুন পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার প্রথম কয়েকদিনে। সাধারণ কিছু ওষুধ যেমন গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা, জ্বর, মাথাব্যথা বা শরীরের ব্যথার জন্য প্রয়োজনীয় ট্যাবলেট, সর্দি-কাশির ওষুধ এবং প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য ব্যান্ডেজ বা অ্যান্টিসেপ্টিক সঙ্গে রাখা উচিত। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে এসব ওষুধ তাৎক্ষণিকভাবে অনেক কাজে দেয় এবং অচেনা জায়গায় ফার্মেসি খুঁজে বের করার ঝামেলা কমায়। তবে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—যে কোনো ওষুধ সঙ্গে নেওয়ার সময় অবশ্যই ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন রাখতে হবে, কারণ জাপানে ওষুধ বহনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিয়মনীতি রয়েছে।

এছাড়া ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ও যত্নের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু সামগ্রী সঙ্গে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ। টুথব্রাশ, টুথপেস্ট, সাবান, শ্যাম্পু, ফেসওয়াশ ও লোশনের মতো জিনিসগুলো অল্প পরিমাণে সঙ্গে নিলে প্রথম কয়েকদিন সহজেই চলে যাবে। নতুন দেশে পৌঁছে সবকিছু একসাথে কেনার চাপ কমাতে এটি সাহায্য করে। পরবর্তীতে প্রয়োজন অনুযায়ী জাপান থেকেই এসব পণ্য সহজে সংগ্রহ করা সম্ভব, ফলে ভ্রমণের সময় ব্যাগের ওজনও নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং যাত্রা হয় আরও স্বাচ্ছন্দ্যময়।

ইলেকট্রনিক্স

জাপানে যাওয়ার আগে একটি ইউনিভার্সাল অ্যাডাপ্টার সঙ্গে রাখা অত্যন্ত জরুরি, কারণ সেখানকার প্লাগ পয়েন্ট বাংলাদেশের থেকে ভিন্ন এবং সাধারণত Two-pin flat আকারের হয়ে থাকে। তাই মোবাইল, ল্যাপটপসহ অন্যান্য ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহারের জন্য একটি ভালো মানের কনভার্টার বা মাল্টিপ্লাগ প্রয়োজন। পাশাপাশি, দীর্ঘ ভ্রমণের সময় ফোনের চার্জ সচল রাখতে একটি পাওয়ার ব্যাংক সঙ্গে রাখা খুবই দরকারি। এটি বিশেষ করে ট্রানজিট বা বাইরে থাকার সময় যোগাযোগ ও প্রয়োজনীয় কাজ চালিয়ে যেতে সহায়তা করে, ফলে আপনার যাত্রা আরও সহজ ও নির্ভার হয়।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

যারা জাপানে স্টুডেন্ট ভিসায় যাচ্ছেন, তাদের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সঠিকভাবে সঙ্গে রাখা অত্যন্ত জরুরি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো পাসপোর্ট এবং স্টুডেন্ট ভিসার কপি। এর সঙ্গে CoE (Certificate of Eligibility)-এর অরিজিনাল কপি এবং ফটোকপি অবশ্যই রাখা উচিত। এয়ার টিকিট এবং যাত্রার অন্যান্য প্রমাণপত্রও সঙ্গে থাকা ভালো। এছাড়া সাদা ব্যাকগ্রাউন্ডে পাসপোর্ট সাইজ ছবি কয়েক কপি সঙ্গে রাখা জরুরি, কারণ বিভিন্ন আবেদনে বা ইউনিভার্সিটির প্রথমদিনে এটি প্রয়োজন হতে পারে। অতিরিক্তভাবে শিক্ষাগত সনদপত্র, ট্রান্সক্রিপ্ট এবং স্বাস্থ্য সনদপত্রের ফটোকপি সঙ্গে রাখলে যাত্রা আরও নির্বিঘ্ন হয়।

কিছু প্রো-টিপস

জাপানে যাওয়ার আগে ব্যাগ ও প্যাকিংয়ের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমে ব্যাগের ওজন ঠিকভাবে মাপা জরুরি, কারণ এয়ারলাইন্সের নির্ধারিত সীমার বাইরে মালামাল বহন করলে অতিরিক্ত চার্জ দিতে হতে পারে। নগদ টাকা হিসেবে কিছু জাপানিজ ইয়েন সঙ্গে রাখা ভালো, কারণ প্রথম দিনগুলোতে কার্ড অ্যাক্টিভেশন বা ছোটখাটো খরচের জন্য নগদ প্রয়োজন হয়। ব্যাগের ওজন কম রাখার জন্য সাবান, শ্যাম্পু বা চাল-ডাল বেশি করে না নিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোতেই গুরুত্ব দিন। এছাড়া, দরকারী কাগজপত্র, প্রাথমিক ওষুধ এবং ইউনিভার্সাল অ্যাডাপ্টার সঙ্গে রাখলে যাত্রা আরও নির্বিঘ্ন ও স্বাচ্ছন্দ্যময় হয়।

The Abroad Insight

ISSUE 05, VOL. 02 06 FEBRUARY | FRIDAY

অস্ট্রেলিয়া অ্যাওয়ার্ডস স্কলারশিপ

অস্ট্রেলিয়া অ্যাওয়ার্ডস স্কলারশিপস হলো দীর্ঘমেয়াদি বৃত্তি, যা অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্র সম্পর্ক ও বাণিজ্য বিভাগ দ্বারা পরিচালিত হয়

অস্ট্রেলিয়া অ্যাওয়ার্ডস স্কলারশিপসের মূল লক্ষ্য হলো অস্ট্রেলিয়ার অংশীদার দেশগুলোর সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করা। এই বৃত্তি দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক চুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রয়োজনে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করার দিকে মনোনিবেশ করে। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোর মানুষদের শিক্ষাগত সুযোগ নিশ্চিত করা এই বৃত্তির অন্যতম উদ্দেশ্য।

স্কলারশিপের আওতায় প্রার্থীরা অংশগ্রহণকারী অস্ট্রেলিয়ান বিশ্ববিদ্যালয় ও টেকনিক্যাল অ্যান্ড ফারদার এডুকেশন (TAFE) প্রতিষ্ঠানগুলোতে পূর্ণকালীন স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পড়াশোনার সুযোগ পায়। এর মাধ্যমে তারা বিশ্বের আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা ও গবেষণার সঙ্গে পরিচিত হয়। শিক্ষার্থী শুধুমাত্র জ্ঞান অর্জন করেন না, বরং বাস্তব জীবনের দক্ষতাও বিকাশ করেন, যা তাদের নিজ দেশে উন্নয়নমূলক কাজ করার সক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

অস্ট্রেলিয়া অ্যাওয়ার্ডসের সুবিধাসমূহের মধ্যে রয়েছে পূর্ণ টিউশন ফি, আবাসন ও পাঠ্যপুস্তকের জন্য ভাতা, জীবনধারণের ভাতা, স্বাস্থ্যবিমা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ইংরেজি প্রশিক্ষণ। এছাড়াও গবেষণা ও ফিল্ডওয়ার্কের সুযোগও প্রাপ্ত হয়। এই সব সুবিধা প্রার্থীদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে তাদের একাডেমিক ও গবেষণামূলক কর্মকাণ্ডে।



Photo: online

অস্ট্রেলিয়া অ্যাওয়ার্ডস স্কলারশিপসের সুবিধাসমূহ

অস্ট্রেলিয়া অ্যাওয়ার্ডস স্কলারশিপস প্রার্থীদের একাডেমিক ও ব্যক্তিগত জীবনে সাফল্য অর্জনে সহায়তা করে। বৃত্তি সাধারণত সেই সময়কাল অনুযায়ী প্রদান করা হয় যা প্রার্থীকে নির্ধারিত প্রোগ্রাম সম্পন্ন করতে প্রয়োজন, যার মধ্যে পূর্বপ্রস্তুতি প্রশিক্ষণও অন্তর্ভুক্ত।

স্কলারশিপের মধ্যে রয়েছে পূর্ণ টিউশন ফি, যা শিক্ষার খরচ কভার করে, এবং যাত্রা খরচ, যা একবারের রিটার্ন ইকোনমি ক্লাস বিমান ভাড়া হিসেবে প্রদান করা হয়। শিক্ষার্থীকে সহায়তার জন্য প্রতিষ্ঠাপন ভাতা এবং জীবনধারণ ভাতা (CLE) দেওয়া হয়।

অস্ট্রেলিয়ায় পড়াশোনার আগে প্রারম্ভিক একাডেমিক প্রোগ্রাম (IAP) বাধ্যতামূলক। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সহায়তার জন্য বিদেশী ছাত্র স্বাস্থ্যবিমা (OSHC) প্রদান করা হয়। প্রয়োজন অনুযায়ী প্রাক-কোর্স ইংরেজি প্রশিক্ষণ ও অতিরিক্ত একাডেমিক সহায়তা পাওয়া যায়। গবেষণামূলক প্রোগ্রামের জন্য ফিল্ডওয়ার্কের সুযোগও রয়েছে।

এই সব সুবিধা শিক্ষার্থীদের একাডেমিক দক্ষতা বৃদ্ধি করে এবং তাদের দেশে উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম করে।

Source: online

স্কলারশিপসের শর্তাবলী

যারা অস্ট্রেলিয়া অ্যাওয়ার্ডস স্কলারশিপ গ্রহণ করতে চান, তাদেরকে অস্ট্রেলিয়ার কমনওয়েলথের সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে, যেখানে তারা বৃত্তির সমস্ত শর্ত মেনে চলার অঙ্গীকার করবে।

বৃত্তি শেষে, প্রার্থীকে কমপক্ষে দুই বছর অস্ট্রেলিয়া থেকে বাইরে থাকতে হবে। এই শর্ত পূরণ না করলে, প্রার্থীকে তার সম্পূর্ণ বৃত্তির খরচ ফেরত দিতে হবে।

স্কলারশিপধারীরা অর্জিত জ্ঞান নিজের দেশে প্রয়োগ করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখে।

আবেদন করার আগে:

প্রথমে আপনার দেশের স্কলারশিপ খোলার ও বন্ধ হওয়ার তারিখ পরীক্ষা করুন। অংশগ্রহণকারী দেশের তালিকা থেকে আপনার নাগরিকত্ব অনুযায়ী দেশ নির্বাচন করুন এবং যোগ্যতা, অগ্রাধিকার ক্ষেত্র ও আবেদন পদ্ধতির বিস্তারিত তথ্য দেখুন। আবেদন করার আগে অস্ট্রেলিয়া অ্যাওয়ার্ডস স্কলারশিপস হ্যান্ডবুক পড়া আবশ্যক। হ্যান্ডবুক যেকোনো সময় DFAT দ্বারা পরিবর্তিত হতে পারে। কিছু দেশ অনলাইনে, কিছু হার্ড-কপি আবেদন চায়।

সুবিধা

প্রাপ্তরা পূর্ণ টিউশন ফি, জীবনধারণ ভাতা, স্বাস্থ্যবিমা এবং যাত্রা খরচসহ পড়াশোনার সুযোগ পান। আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা, গবেষণা ও ফিল্ডওয়ার্কের অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায়। দক্ষতা বৃদ্ধি ও দেশে উন্নয়নে অবদান রাখার সুযোগ রয়েছে।

অসুবিধা

বৃত্তি শেষে কমপক্ষে দুই বছর দেশে ফিরতে হয়। শর্ত ভঙ্গ করলে সম্পূর্ণ খরচ ফেরত দিতে হয়। কিছু দেশে হার্ড-কপি আবেদন বাধ্যতামূলক।

The Abroad Insight

06 February | Friday

Monthly News Letter

শিক্ষা সংবাদ

২০২৬ সালে আন্তর্জাতিক মানের উচ্চশিক্ষার জন্য কেন মালয়েশিয়া হয়ে উঠছে শিক্ষার্থীদের সবচেয়ে স্মার্ট গন্তব্য?

গ্লোবাল র‍্যাঙ্কিং ও বিশ্বমানের শিক্ষা

মালয়েশিয়ার বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান দখল করে আছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় University of Malaya, Xiamen University Malaysia এবং Taylor's University–এর কথা। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক গবেষণা সুবিধা, আন্তর্জাতিক মানের কারিকুলাম এবং অভিজ্ঞ শিক্ষক রয়েছে।

আরও একটি বড় সুবিধা হলো Twinning Degree Program। এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা মালয়েশিয়ায় পড়াশোনা শুরু করে পরে ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া বা যুক্তরাজ্যের পার্টনার বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ডিগ্রি সম্পন্ন করতে পারে। ফলে কম খরচে আন্তর্জাতিক মানের ডিগ্রি অর্জন করা সম্ভব হয়।

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক মানের বিশ্ববিদ্যালয়, তুলনামূলক কম খরচ এবং বহুসাংস্কৃতিক পরিবেশ—সব মিলিয়ে মালয়েশিয়া এখন একটি শক্তিশালী Education Hub হিসেবে পরিচিত। বিশেষ করে বাংলাদেশের হাজার হাজার শিক্ষার্থী সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মালয়েশিয়াকে উচ্চশিক্ষার জন্য বেছে নিচ্ছে। কেন মালয়েশিয়া এত জনপ্রিয় হয়ে উঠছে? চলুন জেনে নেওয়া যাক কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ।



Source: Online

সাশ্রয়ী টিউশন ফি ও জীবনযাত্রার খরচ

মালয়েশিয়ায় পড়াশোনার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হলো এর তুলনামূলক কম খরচ। কানাডা, যুক্তরাজ্য বা অস্ট্রেলিয়ার তুলনায় এখানে টিউশন ফি অনেক কম। পাশাপাশি বাসা ভাড়া, খাবার, পরিবহনসহ দৈনন্দিন খরচও তুলনামূলকভাবে সাশ্রয়ী। অনেক শিক্ষার্থী মাসিক সীমিত বাজেটের মধ্যেই ভালোভাবে জীবনযাপন করতে পারে। এজন্য মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষার্থীদের জন্য মালয়েশিয়া একটি বাস্তবসম্মত এবং জনপ্রিয় গন্তব্য হয়ে উঠেছে।

লন্ডন মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি একটি বিস্ময়কর তথ্য প্রকাশ করেছে। তাদের দেওয়া তথ্যানুযায়ী, তাদের মোট ভিসা রিজেকশনের ৬০ শতাংশই এসেছে বাংলাদেশি

আইইএলটিএস ছাড়াই ভর্তির সুযোগ

অনেক শিক্ষার্থীর জন্য আইইএলটিএস পরীক্ষা একটি বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তবে মালয়েশিয়ার অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে আইইএলটিএস ছাড়াও ভর্তি হওয়ার সুযোগ রয়েছে।

যদি শিক্ষার্থীর আগের পড়াশোনা ইংরেজি মাধ্যমে হয়ে থাকে (Medium of Instruction - MOI), তাহলে অনেক সময় সরাসরি ভর্তি সম্ভব হয়। এছাড়াও বিকল্প হিসেবে Duolingo English Test বা পরীক্ষার মাধ্যমেও ইংরেজি দক্ষতা প্রমাণ করা যায়।

হালাল পরিবেশ ও সাংস্কৃতিক মিল

মালয়েশিয়া একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হওয়ায় এখানকার জীবনযাত্রা অনেকটাই বাংলাদেশের সঙ্গে মিল রয়েছে। সহজেই হালাল খাবার পাওয়া যায় এবং ধর্মীয় অনুশীলন করার পরিবেশও বেশ স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ। এছাড়া দেশটিতে বিভিন্ন জাতি ও সংস্কৃতির মানুষ একসঙ্গে বসবাস করে, ফলে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা খুব সহজেই নতুন পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে পারে। অনেক বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর কাছে মালয়েশিয়া সত্যিই একটি “Second Home” এর মতো অনুভূত হয়।

ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুযোগ

মালয়েশিয়ায় পড়াশোনার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা হলো Credit Transfer System। শিক্ষার্থীরা মালয়েশিয়ায় কিছু বছর পড়াশোনা করার পর ইউরোপ, আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রেডিট ট্রান্সফার করে বাকি ডিগ্রি সম্পন্ন করতে পারে।

এই পদ্ধতিটি অনেক শিক্ষার্থীর জন্য বিদেশে উচ্চশিক্ষার একটি স্মার্ট ও কৌশলগত পথ তৈরি করে, কারণ এতে খরচ কমে এবং আন্তর্জাতিক সুযোগ বাড়ে।

২০২৬ সালে আন্তর্জাতিক মানের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মালয়েশিয়া শিক্ষার্থীদের জন্য একটি অত্যন্ত স্মার্ট ও কৌশলগত গন্তব্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয়, তুলনামূলক কম খরচে পড়াশোনা, আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ডিগ্রি এবং বহুসাংস্কৃতিক শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ—সব মিলিয়ে দেশটি শিক্ষার্থীদের জন্য আকর্ষণীয় সুযোগ তৈরি করেছে। আধুনিক ক্যাম্পাস, উন্নত গবেষণা সুবিধা এবং বিশ্বব্যাপী চাকরির সম্ভাবনা শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। পাশাপাশি নিরাপদ জীবনযাপন, ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা এবং বৈশ্বিক সংযোগ মালয়েশিয়াকে আরও এগিয়ে দিচ্ছে। তাই যারা মানসম্মত শিক্ষা, বাস্তবমুখী দক্ষতা এবং আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের স্বপ্ন দেখে, তাদের জন্য মালয়েশিয়া নিঃসন্দেহে একটি বুদ্ধিদীপ্ত ও সম্ভাবনাময় পছন্দ।

Source: Online

স্কলারশিপ



Photo: jagonews24.com, online

ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ: বাংলাদেশিদের জন্য আইসিসিআর বৃত্তি

ভারতে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষে আবারও আবেদন শুরু হয়েছে Indian Council for Cultural Relations (আইসিসিআর) বৃত্তির। প্রতিবছরের মতো এবারও বাংলাদেশ থেকে শতাধিক শিক্ষার্থী এ বৃত্তির আওতায় ভারতের বিভিন্ন স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগ পাবেন।

আবেদনযোগ্য স্তর ও বিষয়সমূহ

স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি—এই তিন পর্যায়ে আবেদন করা যাবে। তবে মেডিসিন, প্যারামেডিকেল (যেমন নার্সিং, ফিজিওথেরাপি, অবেদনবিদ্যা), ফ্যাশন ও আইন–সংক্রান্ত কোর্সের জন্য আবেদন গ্রহণ করা হবে না। এসব বিষয় ছাড়া অন্যান্য অধিকাংশ বিষয়ে আবেদন করা যাবে।

ভর্তি সম্পন্ন হওয়ার পর শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হল বা হোস্টেলে থাকার সুযোগ পাবেন।

বয়সসীমা

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের আবেদনকারীদের বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। পিএইচডি পর্যায়ের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা নির্ধারণ করা হয়েছে ৪৫ বছর।

ইংরেজি দক্ষতা ও প্রয়োজনীয় নথিপত্র

এই বৃত্তির জন্য আইইএলটিএস বা টোয়েফল বাধ্যতামূলক নয়। ইংরেজি ভাষায় দক্ষতার প্রমাণ হিসেবে আবেদনকারীকে ৫০০ শব্দের একটি প্রবন্ধ জমা দিতে হবে। তবে ইচ্ছুক প্রার্থীরা চাইলে আইইএলটিএস বা টোয়েফল স্কোর সংযুক্ত করতে পারবেন।

আবেদনের সময় মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার নম্বরপত্র অনলাইনে আপলোড করতে হবে। সকল নথি ইংরেজি ভাষায় হতে হবে; অন্য ভাষায় থাকা কাগজপত্র যথাযথ অনুবাদ ছাড়া গ্রহণযোগ্য হবে না।

স্বাস্থ্যবিমা বাধ্যতামূলক

আইসিসিআর বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের বছরে ন্যূনতম ৫ লাখ ভারতীয় রুপির স্বাস্থ্যবিমা গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এ শর্ত পূরণ করেই শিক্ষার্থীদের ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।

আসনসংখ্যা ও বিশেষ স্কিম

প্রতিবছর প্রায় ২০০ বাংলাদেশি শিক্ষার্থী এ বৃত্তির আওতায় নির্বাচিত হন। এর মধ্যে স্নাতক পর্যায়ে ১৪০ জন, স্নাতকোত্তরে ৪০ জন এবং পিএইচডিতে ২০ জন সুযোগ পান।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে চালু করা হয়েছে ‘সুবর্ণজয়ন্তী স্কলারশিপ’ নামের বিশেষ স্কিম। এছাড়া ‘লতা মঙ্গেশকর ডান্স অ্যান্ড মিউজিক স্কলারশিপ’–এর আওতায় অতিরিক্ত ৫০০ আসন সংযোজন করা হয়েছে। এই বিশেষ স্কিমগুলোর মাধ্যমেও স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি পর্যায়ে আবেদন করা যাবে।

বৃত্তির সুবিধাসমূহ

এই বৃত্তির জন্য কোনো আবেদন ফি বা টিউশন ফি দিতে হয় না। নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা মাসিক স্টাইপেন্ড হিসেবে স্নাতক পর্যায়ে ১৮ হাজার রুপি, স্নাতকোত্তরে ২০ হাজার রুপি এবং পিএইচডিতে ২২ হাজার রুপি পাবেন। আবাসন ব্যয়ের জন্য মাসিক সর্বোচ্চ ৬ হাজার ৫০০ রুপি প্রদান করা হবে। এছাড়াও চিকিৎসা সুবিধা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সহায়তা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য আইসিসিআর বৃত্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সুযোগ হিসেবে বিবেচিত। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনলাইনে আবেদন সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আগ্রহী প্রার্থীদের পরামর্শ দিয়েছেন।

আইসিসিআর বৃত্তির জন্য আবেদন প্রক্রিয়া

আইসিসিআর বৃত্তির জন্য আবেদন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ অনলাইনে সম্পন্ন করতে হয়। আগ্রহী শিক্ষার্থীদের প্রথমে Indian Council for Cultural Relations (আইসিসিআর)-এর নির্ধারিত অনলাইন পোর্টালে প্রবেশ করে একটি প্রোফাইল তৈরি করতে হবে। প্রোফাইল তৈরির সময় সঠিক ব্যক্তিগত তথ্য, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পছন্দের কোর্স সংক্রান্ত তথ্য সতর্কতার সঙ্গে পূরণ করতে হবে।

পরবর্তী ধাপে আবেদনকারীকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আপলোড করতে হবে। এর মধ্যে থাকবে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার নম্বরপত্র ও সনদ, পাসপোর্টের কপি, পাসপোর্ট সাইজ ছবি এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক একাডেমিক নথি। সব কাগজপত্র অবশ্যই ইংরেজিতে হতে হবে; অন্য ভাষার নথি হলে তা অনুমোদিত অনুবাদসহ জমা দিতে হবে।

ইংরেজি দক্ষতার প্রমাণ হিসেবে ৫০০ শব্দের একটি প্রবন্ধ জমা দিতে হবে। আইইএলটিএস বা টোয়েফল বাধ্যতামূলক নয়, তবে থাকলে স্কোর সংযুক্ত করা যেতে পারে।

আবেদন জমা দেওয়ার আগে সব তথ্য ভালোভাবে যাচাই করা জরুরি। ভুল বা অসম্পূর্ণ তথ্য থাকলে আবেদন বাতিল হতে পারে। অনলাইনে আবেদন সম্পন্ন করার পর নির্বাচিত প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার বা পরবর্তী নির্দেশনার জন্য জানানো হবে। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন শেষ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

Source: dainikshiksha, online

মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা (অস্ট্রেলিয়া)



Photo: NW University, online

মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা স্কলারশিপসমূহ (অস্ট্রেলিয়া)

উপলব্ধ স্কলারশিপসমূহ

মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চমেধার শিক্ষার্থীদের জন্য দুটি প্রধান গবেষণা স্কলারশিপ প্রদান করে: মেলবোর্ন রিসার্চ স্কলারশিপ (MRS) এবং রিসার্চ ট্রেনিং প্রোগ্রাম (RTP) স্কলারশিপ। এই স্কলারশিপগুলো মাস্টার্স বাই রিসার্চ (MRes) এবং পিএইচডি (PhD) প্রোগ্রামে ভর্তি উচ্চমেধার আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় শিক্ষার্থীদের জন্য প্রযোজ্য। শিক্ষার্থীরা এই সুযোগের মাধ্যমে গবেষণার উপর পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারে এবং অর্থনৈতিক চাপও কমাতে পারে।

স্কলারশিপের সুবিধার মধ্যে রয়েছে পূর্ণ ফি মওকুফ, যা MRes-এর জন্য দুই বছর এবং PhD-এর জন্য চার বছর পর্যন্ত প্রযোজ্য। এছাড়া, শিক্ষার্থীরা বার্ষিক জীবনযাপন ভাতা পান, যা দৈনন্দিন খরচ, বাসস্থান ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যয় মেটাতে সহায়ক। বিশ্ববিদ্যালয় পুনর্বাসন অনুদানও প্রদান করে, যা ভিক্টোরিয়ার বাইরে থেকে আসা শিক্ষার্থীদের বা বিদেশী শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়ক। আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য স্বাস্থ্য বীমা (OSHC) অন্তর্ভুক্ত।

মোট ৬০০টি স্কলারশিপ উপলব্ধ। এটি শিক্ষার্থীদের বৈশ্বিক মানের গবেষণায় অংশগ্রহণ, নতুন জ্ঞান অর্জন এবং গবেষণামূলক ক্যারিয়ার গড়ে তোলায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

যোগ্যতা

মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা স্কলারশিপগুলো মূলত উচ্চমেধার শিক্ষার্থীদের জন্য তৈরি। এই স্কলারশিপের জন্য উচ্চ শিক্ষাগত মেধা এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আগ্রহ থাকা আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারেন। বিশ্ববিদ্যালয়টি বিশ্বাস করে যে, মেধাবী শিক্ষার্থীরা সঠিক সহায়তা পেলে গবেষণার ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী এবং গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

স্কলারশিপের জন্য প্রার্থীর অবশ্যই গ্র্যাজুয়েট রিসার্চ ডিগ্রিতে ভর্তি হতে হবে, যা মূলত মাস্টার্স বাই রিসার্চ (MRes) বা পিএইচডি (PhD) প্রোগ্রাম হতে পারে। ভর্তি প্রক্রিয়ায় প্রার্থীর পূর্ব শিক্ষাগত যোগ্যতা, গবেষণার অভিজ্ঞতা, এবং একাডেমিক রেকর্ডের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এছাড়া, আবেদনকারীর গবেষণার ধারণা বা প্রস্তাবিত প্রকল্পের মানও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়।

এই স্কলারশিপ শুধুমাত্র শিক্ষাগত সক্ষমতা নয়, বরং শিক্ষার্থীর গবেষণার প্রতি দায়িত্ব, উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা এবং আন্তর্জাতিক মানের গবেষণায় অংশগ্রহণের ইচ্ছাকেও গুরুত্ব দেয়। উচ্চমেধা শিক্ষার্থীরা এই স্কলারশিপ পেলে তাদের গবেষণার ওপর পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারে এবং অর্থনৈতিক চাপও কমাতে সক্ষম হয়।

মোটকথা, এই স্কলারশিপ শিক্ষার্থীদের বৈশ্বিক মানের গবেষণায় অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করে এবং তাদের একাডেমিক ও পেশাগত ক্যারিয়ারকে সমৃদ্ধ করে।

স্কলারশিপের সুবিধাসমূহ

মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চমেধার শিক্ষার্থীদের জন্য গবেষণা ক্ষেত্রের অভূতপূর্ব সুযোগ প্রদান করে। বিশ্ববিদ্যালয় দুটি প্রধান গবেষণা স্কলারশিপ প্রদান করে: মেলবোর্ন রিসার্চ স্কলারশিপ (MRS) এবং রিসার্চ ট্রেনিং প্রোগ্রাম (RTP) স্কলারশিপ। এই স্কলারশিপগুলো শিক্ষার্থীদের আর্থিক চাপ কমাতে সাহায্য করে এবং গবেষণার উপর পূর্ণ মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ করে দেয়।

স্কলারশিপের মূল সুবিধার মধ্যে রয়েছে পূর্ণ ফি মওকুফ, যা মাস্টার্স বাই রিসার্চ (MRes) প্রোগ্রামের জন্য দুই বছর এবং পিএইচডি (PhD) প্রোগ্রামের জন্য চার বছর পর্যন্ত প্রযোজ্য। এটি শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা ও গবেষণায় কোনো আর্থিক ব্যাঘাত ছাড়াই মনোনিবেশ করতে সক্ষম করে। এছাড়া, শিক্ষার্থীরা বার্ষিক জীবনযাপন ভাতা পায়। MRes-এর জন্য এটি বছরে $39,500 × ২ বছর এবং PhD-এর জন্য $39,500 × ৩.৫ বছর। এই ভাতা বছরে সূচিকৃত হতে পারে এবং সীমিত সিক, মাতৃত্ব ও প্যারেন্টিং ছুটি অন্তর্ভুক্ত।

বিশ্ববিদ্যালয় পুনর্বাসন বা রিলোকেশন অনুদানও প্রদান করে, যা ভিক্টোরিয়ার বাইরে থেকে আসা শিক্ষার্থীদের জন্য $2,000 এবং অস্ট্রেলিয়ার বাইরে থেকে আসা শিক্ষার্থীদের জন্য $3,000। আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য OSHC স্বাস্থ্য বীমা অন্তর্ভুক্ত, যা তাদের শারীরিক সুস্থতা নিশ্চিত করে।

মোট ৬০০টি স্কলারশিপ উপলব্ধ। স্কলারশিপের মোট সুবিধা ১০০% ফি মওকুফ এবং $135,000 পর্যন্ত ভাতা। এটি শিক্ষার্থীদের বৈশ্বিক মানের গবেষণায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয় এবং তাদের একাডেমিক ও পেশাদার ক্যারিয়ার গড়ে তুলতে সহায়ক।

Source: online

The Abroad Insight

ISSUE 05, VOL. 02 06 FEBRUARY | FRIDAY

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য ভারতীয় স্কলারশিপের সুযোগ

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে আবেদনকারীর বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। পিএইচডির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৪৫ বছর



Photo: online

ভারতে উচ্চশিক্ষা নিতে আগ্রহী বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য সুখবর। ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষে আবারও আবেদন শুরু হয়েছে ভারতের জনপ্রিয় আইসিসিআর বৃত্তির জন্য। এই বৃত্তি দেয় ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশনস (আইসিসিআর)।

বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর শতাধিক শিক্ষার্থী এই বৃত্তির মাধ্যমে ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পান। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, এবারও স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি পর্যায়ে আবেদন করা যাবে।

যেসব বিষয়ে আবেদন করা যাবে

মেডিসিন, প্যারামেডিকেল (যেমন নার্সিং, ফিজিওথেরাপি, অবেদনবিদ্যা), ফ্যাশন ও আইন সংক্রান্ত কোর্স ছাড়া অন্যান্য সকল বিষয়ে আবেদন করা যাবে। ভর্তির পর শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলে থাকার সুযোগ পাবেন। স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে আবেদনকারীর বয়স ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। পিএইচডি প্রোগ্রামের জন্য সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৪৫ বছর নির্ধারিত আছে। আবেদন প্রক্রিয়া অনলাইনের মাধ্যমে সম্পন্ন হবে এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্র, শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণসহ দাখিল করতে হবে। নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা শিক্ষাবৃত্তি, আবাসন সুবিধা এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সুবিধা পাবেন, যা আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষভাবে পরিকল্পিত।

আইইএলটিএস বা টোয়েফল

আবেদনকারীর ইংরেজি দক্ষতা প্রমাণ করার জন্য একটি ৫০০ শব্দের প্রবন্ধ লিখা আবশ্যক। ইচ্ছা থাকলে TOEFL বা IELTS স্কোর জমা দেওয়া যেতে পারে, তবে এটি বাধ্যতামূলক নয়। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের সার্টিফিকেট এবং নম্বরপত্র অনলাইনে আপলোড করতে হবে। কাগজপত্র যদি ইংরেজিতে না থাকে, তবে আনুষ্ঠানিক অনুবাদ সহ জমা দিতে হবে; অনুবাদ ছাড়া কোনো নথি গ্রহণ করা হবে না। এছাড়া, ICSSR বা ICCR বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের জন্য বছরে ন্যূনতম ৫ লাখ ভারতীয় রুপির মেডিকেল ইন্স্যুরেন্স করানো বাধ্যতামূলক। এই নিয়মগুলো পূরণ না করলে আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না। সুতরাং, সব প্রয়োজনীয় নথি ও প্রমাণ নিশ্চিতভাবে প্রস্তুত রাখা জরুরি।

প্রতিবছর প্রায় ২০০ বাংলাদেশি শিক্ষার্থী ভারত সরকার ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা বৃত্তি পান। এর মধ্যে স্নাতক পর্যায়ে প্রায় ১৪০ জন, স্নাতকোত্তরে ৪০ জন এবং পিএইচডি পর্যায়ে ২০ জন শিক্ষার্থী সুযোগ পান। এই বৃত্তি শিক্ষার্থীদের শুধুমাত্র শিক্ষাগত সহায়তা দেয় না, বরং তাদের আন্তর্জাতিক পরিবেশে শিক্ষার অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগও করে দেয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তিতে বিশেষভাবে চালু করা হয় 'সুবর্ণজয়ন্তী স্কলারশিপ', যা বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য আরও সুযোগ বাড়ায়। এছাড়া 'লতা মঙ্গেশকর ডান্স অ্যান্ড মিউজিক স্কলারশিপ'-এর আওতায় ৫০০টি নতুন আসনI

সংযোজন করা হয়েছে। এই বিশেষ স্কিমগুলির মাধ্যমে স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং পিএইচডি পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

এই বৃত্তিতে শিক্ষার্থীরা নানা সুবিধা উপভোগ করতে পারবেন। আবেদন করার জন্য কোনো ফি দিতে হবে না। শিক্ষার্থীদের টিউশন ফিওও মকুব থাকে। স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মাসিক স্টাইপেন্ড ১৮,০০০ ভারতীয় রুপি, স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ২০,০০০ রুপি এবং পিএইচডি পর্যায়ে ২২,০০০ রুপি।

আবাসনের জন্যও মাসিক সর্বোচ্চ ৬,৫০০ রুপি প্রদান করা হয়। এছাড়াও শিক্ষার্থীরা চিকিৎসাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুবিধা পাবেন, যা তাদের পড়াশোনায় এক অতিরিক্ত সহায়তা হিসেবে কাজ করে। আবেদন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের ইংরেজি দক্ষতা প্রমাণ করতে হবে। এর জন্য একটি ৫০০ শব্দের প্রবন্ধ লিখতে হয়। চাইলে TOEFL বা IELTS স্কোরও জমা দেওয়া যেতে পারে, তবে তা বাধ্যতামূলক নয়। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের সার্টিফিকেট অনলাইনে আপলোড করতে হবে।

যদি নথিপত্র ইংরেজিতে না থাকে, তবে আনুষ্ঠানিক অনুবাদ সহ জমা দিতে হবে। অনুবাদ ছাড়া কোনো নথি গ্রহণযোগ্য হবে না। এছাড়াও, বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের বছরে ন্যূনতম ৫ লাখ ভারতীয় রুপির মেডিকেল ইন্স্যুরেন্স করানো বাধ্যতামূলক। উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য এই বৃত্তি একটি বড় সুযোগ। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনলাইনে আবেদন সম্পন্ন করা শিক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এই ধরনের আন্তর্জাতিক বৃত্তি কেবল শিক্ষাগত নয়, ব্যক্তিগত ও পেশাগত উন্নয়নের ক্ষেত্রেও নতুন দরজা খুলে দেয়।

চীনে পড়াশোনার আপনার পূর্ণ গাইড

চীনে পড়াশোনা শুরু করা প্রথম দিনগুলো একদম নতুন অভিজ্ঞতা

ঢাকা থেকে প্লেনে চড়ে চীনের কুনমিং বা গুয়াংজু এয়ারপোর্টে নামলেন—শুরু হলো এক নতুন অধ্যায়। বিমানবন্দরেই প্রথম কাজ হলো চেকিং ও ইমিগ্রেশন ক্লিয়ার করা। এরপর বড় স্ক্রিনে আপনার এয়ারলাইন্সের লাগেজ কাউন্টারের নাম্বার দেখে সেখানে গিয়ে লাগেজ সংগ্রহ করুন।

এয়ারপোর্টে ফ্রি ওয়াইফাই পাওয়া যায়, তাই পৌঁছে সঙ্গে সঙ্গে পরিবারকে জানান যে আপনি নিরাপদে পৌঁছেছেন।

ট্রানজিটের সময়

যদি ট্রানজিট কম হয়, তবে এয়ারপোর্টেই অপেক্ষা করুন। ওয়াশরুম ব্যবহার করুন, নিজেকে ফ্রেশ করুন এবং পরবর্তী ফ্লাইটের জন্য প্রস্তুতি নিন। WeChat চালু রাখুন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়রদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। যদি কেউ আপনাকে রিসিভ করতে আসে, তবে সেটি সোনায় সোহাগার মতো। আর না আসলেও চিন্তা নেই, আপনি সহজেই একটি ট্যাক্সি নিতে পারেন। ড্রাইভারকে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাইনিজ ঠিকানা দেখান—কারণ ইংরেজি ঠিকানা সবসময় বোঝে না।



বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছে

প্রথমেই আপনার JW, অ্যাডমিশন নোটিশ এবং পাসপোর্ট নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাস (International Students Dorm) এর ম্যানেজমেন্টকে জানান, আপনি নতুন ছাত্র। ইংরেজি বোঝা যায় না এমন পরিস্থিতিতে গুগল ট্রান্সলেটার ব্যবহার করে সহজে বোঝাতে পারবেন।

ডর্মে রেজিস্ট্রেশন করার সময় আপনি পছন্দমতো রুমমেট বেছে নিতে পারেন, বা বিশেষভাবে মুসলিম রুমমেট চাইলে তা জানাতে পারেন। সাধারণত একই দেশের বা সমজাতীয় ছাত্রদের একই ফ্লোরে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। ডিপোজিট সাধারণত ৫০০ RMB, যা পড়াশোনা শেষ হলে ফেরত দেওয়া হয়।

মেয়েদের জন্য অনেক ইউনিভার্সিটিতে আলাদা ডর্ম থাকে। আবার কিছু ডর্মে ছেলে-মেয়ে একই ভবনে থাকে, আলাদা ফ্লোরে। নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম আগে থেকেই জেনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ।

ক্যাম্পাসে জীবন শুরু

রুম সাজিয়ে আরাম করে নিলেন । এবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে হালাল ক্যান্টিনে খাওয়ার জন্য যান। ক্যাম্পাসে সাধারণত নগদ টাকা চলে না, তাই কারো কার্ড ব্যবহার করে খেতে হবে। চাইনিজরা খুব সাহায্যপ্রিয় জাতি, তাই প্রয়োজন হলে সহজে কার্ড পেয়ে যাবেন।

পরের দিন রেজিস্ট্রেশন হবে। এটি সময়মতো করা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচুর ছাত্র থাকে। যথাসময়ে না গেলে নিজেই সব কাজ করতে হবে।

রেজিস্ট্রেশনের ধাপ

রেজিস্ট্রেশন সাধারণত ৮টি ধাপে সম্পন্ন হয়:

1. JW, অ্যাডমিশন নোটিশ, পাসপোর্ট এবং ছবি দেখানো।
2. ফর্ম পূরণ করা।
3. স্টুডেন্ট কার্ড পাওয়া।
4. ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার সাহায্য।
5. সিম কার্ড কেনা (২০০-৪০০ RMB)।
6. ৬–৮. অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও ফি পরিশোধ।

খরচের ধারণা

ক্যাম্পাসে জীবন শুরু

- রেজিস্ট্রেশন ফি: ৬০০ RMB (কিছু ইউনিভার্সিটিতে ফ্রি)।
- ইন্সুরেন্স: ৮০০ RMB বা ফ্রি।
- মেডিকেল চেকআপ: ৫৭–৪০০ RMB (প্রথম বছরের জন্য)।
- ভিসা এক্সটেনশন: ৪০০ RMB প্রতি বছর।
- টিউশন ফি ও হোটেল ফি, প্রয়োজন অনুযায়ী।
-

মেডিকেল চেকআপ

পরের দিন বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট হাসপাতালে মেডিকেল চেকআপের ব্যবস্থা করবে। বাংলাদেশ থেকে আনা মেডিকেল রিপোর্ট, Physical Examination Form এবং Chest X-ray অবশ্যই সঙ্গে নিয়ে যান। চাইনিজ ডাক্তাররা এগুলো দেখে নিশ্চিত হলে অতিরিক্ত কোনো পরীক্ষা করতে হয় না।

চীনে পড়াশোনা শুরু করা প্রথম দিনগুলো একদম নতুন অভিজ্ঞতা। সবকিছু ধাপে ধাপে করলে সহজে মানিয়ে নেওয়া যায়। নিজেকে প্রস্তুত রাখুন, ধৈর্য ধরুন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়রদের সাহায্য নিন—আপনার বিদেশি জীবন হবে আনন্দময়, নিরাপদ ও স্মরণীয়।

চীনে নতুন অধ্যায় শুরু করার সময় ধৈর্য, সতর্কতা ও প্রস্তুতি খুব গুরুত্বপূর্ণ। সিনিয়রদের সাহায্য নিন, নিয়মকানুন মেনে চলুন, এবং নতুন পরিবেশে মানিয়ে নিন। সঠিক পরিকল্পনা ও আত্মবিশ্বাস থাকলে আপনার শিক্ষাজীবন হবে নিরাপদ, আনন্দময়, এবং স্মরণীয় অভিজ্ঞতার সমুদ্র—যা চিরকাল মনে থাকবে।

Source: Online

চীন থেকে ব্যাচেলর করে ইউরোপে মাস্টার্স: সম্পূর্ণ গাইডলাইন



Photo: online

চীন থেকে ব্যাচেলর ডিগ্রি শেষ করার পর ইউরোপে মাস্টার্সে ভর্তি হওয়ার ভাবনা অনেক শিক্ষার্থীর কাছে স্বপ্নের মতো মনে হয়। সত্যিই, চীনের ডিগ্রি ইউরোপে বেশ স্বীকৃত, কিন্তু প্রক্রিয়াটি শুরু করার আগে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক মাথায় রাখা আবশ্যক। এই গাইডলাইনটি আপনাকে পুরো প্রক্রিয়াটি সহজে বুঝতে সাহায্য করবে।

আবেদনের জন্য দরকারি ডকুমেন্টস

ইউরোপে মাস্টার্সে ভর্তি হতে হলে কিছু মূল কাগজপত্র আগেভাগেই প্রস্তুত রাখা জরুরি।

ডিগ্রি ও ট্রান্সক্রিপ্ট: আপনার ব্যাচেলর ডিগ্রি এবং ট্রান্সক্রিপ্ট অবশ্যই ইংরেজিতে থাকতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সত্যায়িত (certified) কপি নিন।

CHSI ভেরিফিকেশন: চীনের ডিগ্রির জন্য অনেক ইউরোপিয়ান বিশ্ববিদ্যালয় 'China Higher Education Student Information' (CHSI) ভেরিফিকেশন চায়। এটি আগে থেকে করে রাখলে আবেদন প্রক্রিয়া অনেক সহজ হয়।

ইংরেজি দক্ষতার প্রমাণ: আপনি যদি চীনে ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনা করে থাকেন, তবে MOI (Medium of Instruction) সার্টিফিকেট দিয়ে অনেক ইউনিভার্সিটিতে আবেদন করা যায়। তবে স্কলারশিপের জন্য IELTS 6.5 বা তার বেশি থাকাটা বড় প্লাস।

APS সার্টিফিকেট: জার্মানি বা অস্ট্রিয়ার জন্য এটি বাধ্যতামূলক। বেইজিংয়ে অবস্থিত জার্মান দূতাবাসে গিয়ে আপনার চাইনিজ ডিগ্রির APS ভেরিফিকেশন করাতে হবে।

ইউরোপে সেরা গন্তব্য ও স্কলারশিপ

ইউরোপের বিভিন্ন দেশে মাস্টার্স করার সুযোগ এবং স্কলারশিপের সুযোগ ভিন্ন। চলুন দেখি কোন দেশগুলো শিক্ষার্থীদের জন্য সেরা।

জার্মানি ও নরওয়ে:

দুই দেশেই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে টিউশন ফি প্রায় নেই। মানে আপনার পড়াশোনার খরচ একেবারেই কমে।

হাঙ্গেরি (Stipendium Hungaricum):

এটি একটি সম্পূর্ণ ফ্রি স্কলারশিপ। থাকাসহ খাবার, পড়াশোনা সবই স্কলারশিপে ঢেকে যায়।

ইতালি:

রিজিওনাল স্কলারশিপের মাধ্যমে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ফ্রিতে মাস্টার্স করা সম্ভব।

ইরাসমাস মুন্ডাস (Erasmus Mundus):

ইউরোপের অন্যতম সেরা জয়েন্ট মাস্টার্স স্কলারশিপ। বিশ্বের নানা দেশের শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত।



Photo: online

গুরুত্বপূর্ণ টাইমলাইন

ইউরোপের মাস্টার্স প্রোগ্রামে সাধারণত দুটি সেশন থাকে:

উইন্টার সেশন (মূল ইনটেক):

- আবেদন সময়: জানুয়ারি থেকে এপ্রিল
- ক্লাস শুরু: সেপ্টেম্বর/অক্টোবর

সামার সেশন:

- আবেদন সময়: সেপ্টেম্বর/অক্টোবর
- ক্লাস শুরু: মার্চ/এপ্রিল

আবেদনের ধাপ

ইউরোপে মাস্টার্সের আবেদন প্রক্রিয়াটি কয়েকটি ধাপে সম্পন্ন হয়:

1. সাবজেক্ট ও দেশ নির্বাচন করুন।
2. প্রফেশনাল CV এবং Motivation Letter (SOP) তৈরি করুন।
3. ইউনিভার্সিটির পোর্টালে আবেদন ফি দিয়ে আবেদন করুন।
4. অ্যাডমিশন লেটার পাওয়ার পর ব্লকিং অ্যাকাউন্ট বা স্কলারশিপ পেপার প্রস্তুত করে ভিসার জন্য দাঁড়ান।

চীন থেকে ব্যাচেলর ডিগ্রি নিয়ে ইউরোপে মাস্টার্স করা স্বপ্নের মতো শোনালেও এটি সম্ভব। সঠিক পরিকল্পনা এবং প্রস্তুতি মূল চাবিকাঠি। আবেদন শুরু করার আগে ডিগ্রি, ট্রান্সক্রিপ্ট, CHSI ভেরিফিকেশন ও ইংরেজি দক্ষতার প্রমাণ প্রস্তুত রাখুন। APS সার্টিফিকেট প্রয়োজন হলে সময়মতো সংগ্রহ করুন। উপযুক্ত দেশ ও বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন করুন, প্রফেশনাল CV এবং Motivation Letter তৈরি করুন এবং সময়মতো আবেদন করুন। স্কলারশিপের সুযোগ খোঁজা পড়াশোনা সহজ করে এবং ইউরোপিয়ান মাস্টার্স আপনার ভবিষ্যতের উজ্জ্বল পথ খুলে দিতে পারে।

Source: Online

চীনের ‘শোয়ার্জম্যান স্কলারস’ প্রোগ্রামে ফুল ফান্ডেড স্কলারশিপ



Photo: online

চীনে উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন যারা লালন করেন, তাদের জন্য এক অসাধারণ সুযোগ হতে পারে ‘শোয়ার্জম্যান স্কলারস’ প্রোগ্রাম। বেইজিংয়ের বিশ্বখ্যাত সিংহুয়া ইউনিভার্সিটি বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য এই মর্যাদাপূর্ণ, সম্পূর্ণ ফান্ডেড এক বছর মেয়াদি স্নাতকোত্তর বৃত্তি প্রদান করে থাকে। আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের মধ্যে নেতৃত্বগুণ, একাডেমিক উৎকর্ষতা এবং বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার লক্ষ্যেই এই প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছে।

১৯১১ সালে প্রতিষ্ঠিত সিংহুয়া ইউনিভার্সিটি আজ চীনের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিশ্বজুড়ে পরিচিত। বিজ্ঞান, প্রকৌশল, সামাজিক বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পকলা ও চিকিৎসাবিজ্ঞানসহ বিভিন্ন বিষয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা প্রদান করে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে মেধাবী শিক্ষার্থীরা এখানে পড়াশোনা করতে আসেন, যা একটি বৈচিত্র্যময় ও সমৃদ্ধ শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করে।

‘শোয়ার্জম্যান স্কলারস’ প্রোগ্রামের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হলো এর পূর্ণ অর্থায়ন। নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা টিউশন ফি সম্পূর্ণ মওকুফ সুবিধা পান। এছাড়া তাদের জন্য বিমানে যাওয়া-আসার খরচ বহন করা হয়। মাসিক উপবৃত্তি দেওয়া হয়, যা দিয়ে থাকা, খাওয়া এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত খরচ নির্বাহ করা সম্ভব।শিক্ষার্থীদের বইপত্র কেনার জন্য আলাদা ভাতা দেওয়া হয় এবং স্বাস্থ্যবিমার সুবিধাও অন্তর্ভুক্ত থাকে। এর পাশাপাশি প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীরা ভ্রমণের সুযোগ

এই স্কলারশিপের জন্য আবেদন করতে হলে কিছু নির্দিষ্ট যোগ্যতা পূরণ করতে হবে। প্রথমত, আবেদনকারীকে অবশ্যই স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করতে হবে। বয়সসীমা ১৮ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে হতে হবে, এবং নির্দিষ্ট বছরের ১ আগস্টের মধ্যে এই বয়সসীমা প্রযোজ্য হবে। নেতৃত্বগুণ এই প্রোগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়, তাই প্রার্থীদের মধ্যে নেতৃত্বের অভিজ্ঞতা বা সম্ভাবনা থাকতে হবে। পাশাপাশি ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ পুরো প্রোগ্রামটি ইংরেজিতে পরিচালিত হয়। তাই আবেদনকারীদের আইইএলটিএস বা সমমানের ইংরেজি দক্ষতার পরীক্ষার স্কোর জমা দিতে হবে।

আবেদনের সময় কিছু গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট জমা দিতে হয়। এর মধ্যে রয়েছে একটি হালনাগাদ জীবনবৃত্তান্ত (সিভি), পূরণকৃত অনলাইন আবেদনপত্র, একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট, এবং অন্তত তিনটি রেফারেন্স লেটার। এছাড়া স্টেটমেন্ট অব পারপাস (SOP) এবং একটি লিডারশিপ বিষয়ক প্রবন্ধ জমা দিতে হয়, যেখানে আবেদনকারী তার লক্ষ্য, চিন্তাভাবনা এবং নেতৃত্বের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরবেন। একটি বৈধ পাসপোর্টও আবশ্যক। প্রয়োজনে অতিরিক্ত ডকুমেন্টও সংযুক্ত করা যেতে পারে, যা আবেদনকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে পারে।

আবেদন প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ অনলাইনে সম্পন্ন করতে হয়, যা সহজ ও সুবিধাজনক। আগ্রহী প্রার্থীদের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে। প্রতিটি ধাপ সতর্কতার সঙ্গে সম্পন্ন করা জরুরি, কারণ সামান্য ভুলও আবেদনকে প্রভাবিত করতে পারে। প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সঠিকভাবে জমা দিতে হবে। যেহেতু এই প্রোগ্রামটি অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক, তাই আবেদন জমা দেওয়ার আগে সব তথ্য ভালোভাবে যাচাই করা গুরুত্বপূর্ণ, যাতে আবেদনটি শক্তিশালী হয়।

সবশেষে বলা যায়, ‘শোয়ার্জম্যান স্কলারস’ শুধুমাত্র একটি স্কলারশিপ নয়; এটি একটি অনন্য ও মর্যাদাপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম, যা একজন শিক্ষার্থীকে বৈশ্বিক নেতৃত্বের পথে এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষার পাশাপাশি বাস্তবভিত্তিক অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পান, যা তাদের ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার গঠনে সহায়ক হয়। বিভিন্ন দেশ থেকে আগত মেধাবী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে একত্রে পড়াশোনা করার সুযোগ তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও প্রসারিত করে এবং বহুসাংস্কৃতিক পরিবেশে কাজ করার দক্ষতা গড়ে তোলে।

যারা নিজেদেরকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত করতে চান এবং বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার স্বপ্ন দেখেন, তাদের জন্য এই স্কলারশিপ হতে পারে একটি শক্তিশালী সোপান। এটি শুধু একাডেমিক অর্জনের পথ নয়, বরং ব্যক্তিগত উন্নয়ন, নেতৃত্বগুণ বিকাশ এবং বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক তৈরির এক অসাধারণ সুযোগ।

বিদেশে উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন যদি আপনারও থাকে, তবে এখনই সময় নিজেকে প্রস্তুত করার। সঠিক পরিকল্পনা, কঠোর পরিশ্রম, আত্মবিশ্বাস এবং সময়মতো আবেদন আপনাকে আপনার লক্ষ্যের কাছাকাছি নিয়ে যাবে। প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন এবং আবেদন প্রক্রিয়া সঠিকভাবে সম্পন্ন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সবাইকে আন্তরিক শুভকামনা—আপনার স্বপ্নপূরণের যাত্রা হোক সফল, অর্থবহ এবং অনুপ্রেরণাদায়ক।

Source: Online

অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ডের উচ্চশিক্ষা তুলনামূলক বিশ্লেষণ:

অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড—দুটি দেশই আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য দীর্ঘদিন ধরে আকর্ষণীয় গন্তব্য। উচ্চশিক্ষার মান, জীবনযাত্রার সুযোগ, কাজের সম্ভাবনা এবং ভবিষ্যৎ অভিবাসনের পথ—সব মিলিয়ে শিক্ষার্থীরা প্রায়ই এই দুই দেশের মধ্যে তুলনা করে সিদ্ধান্ত নিতে চান। বাস্তবে, দুটি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা যেমন উন্নত, তেমনি তাদের বৈশিষ্ট্য ও সুযোগ-সুবিধার মধ্যে রয়েছে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য।

প্রথমেই যদি শিক্ষার মানের কথা বলা হয়, তাহলে অস্ট্রেলিয়া এগিয়ে রয়েছে বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে থাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যার দিক থেকে। দেশটির বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গবেষণাভিত্তিক শিক্ষা, আধুনিক ল্যাব সুবিধা এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার জন্য সুপরিচিত। অন্যদিকে নিউজিল্যান্ড তুলনামূলক ছোট হলেও এর শিক্ষা পদ্ধতি অত্যন্ত শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক। এখানে ক্লাস সাইজ ছোট হওয়ায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ তৈরি হয়, যা অনেকের জন্য শেখার অভিজ্ঞতাকে আরও গভীর ও কার্যকর করে তোলে।

খরচের বিষয়টি শিক্ষার্থীদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। অস্ট্রেলিয়ায় আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য গড় টিউশন ফি বছরে প্রায় ৩০,০০০ থেকে ৪৫,০০০ অস্ট্রেলিয়ান ডলার। তুলনায় নিউজিল্যান্ডে একই পরিমাণ পড়াশোনার জন্য খরচ প্রায় ৩০,০০০ থেকে ৪৫,০০০ নিউজিল্যান্ড ডলার। মুদ্রার মান বিবেচনা করলে নিউজিল্যান্ড প্রায় ১০ থেকে ২০ শতাংশ পর্যন্ত সাশ্রয়ী হতে পারে। ফলে যাদের বাজেট সীমিত, তাদের জন্য নিউজিল্যান্ড একটি বাস্তবসম্মত বিকল্প হিসেবে দেখা যায়।



Photo: Online

জীবনযাত্রার খরচেও কিছু পার্থক্য রয়েছে। অস্ট্রেলিয়ায় শেয়ারড অ্যাকোমোডেশনে একজন শিক্ষার্থীর মাসিক খরচ সাধারণত ১,৬০০ থেকে ১,৮০০ অস্ট্রেলিয়ান ডলার। অন্যদিকে নিউজিল্যান্ডে একই ধরনের জীবনযাত্রার জন্য খরচ প্রায় ১,৫০০ থেকে ১,৭০০ নিউজিল্যান্ড ডলার। যদিও পার্থক্য খুব বেশি নয়, তবুও সামগ্রিকভাবে নিউজিল্যান্ড কিছুটা কম ব্যয়বহুল।

প্রুফ অব ফান্ডসের ক্ষেত্রেও এই পার্থক্য স্পষ্ট। অস্ট্রেলিয়ায় জীবনযাত্রার খরচ বেশি হওয়ায় ভিসার জন্য আবেদন করার সময় বেশি পরিমাণ অর্থ দেখাতে হয়। নিউজিল্যান্ডে এই চাপ তুলনামূলকভাবে কম, যা অনেক শিক্ষার্থীর জন্য সুবিধাজনক।

পার্ট-টাইম কাজের সুযোগের দিক থেকে দুই দেশই শিক্ষার্থীদের জন্য ভালো সুযোগ দেয়। অস্ট্রেলিয়ায় সেমিস্টারের সময় প্রতি দুই সপ্তাহে সর্বোচ্চ ৪৮ ঘণ্টা কাজ করার অনুমতি রয়েছে, যেখানে নিউজিল্যান্ডে প্রতি সপ্তাহে সর্বোচ্চ ২৫ ঘণ্টা কাজ করা যায়। গবেষণাভিত্তিক শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে সাধারণত দুই দেশেই কাজের সময়ের নির্দিষ্ট সীমা থাকে না, যা তাদের জন্য একটি বড় সুবিধা।



Photo: Online

চাকরির বাজারের দিকে তাকালে অস্ট্রেলিয়া কিছুটা এগিয়ে। এর অর্থনীতি বড় এবং বহুমুখী হওয়ায় বিভিন্ন খাতে কাজের সুযোগ বেশি। নিউজিল্যান্ডে চাকরির বাজার তুলনামূলক ছোট, ফলে সুযোগ কিছুটা সীমিত হলেও প্রতিযোগিতা অনেক ক্ষেত্রে কম হতে পারে।

পড়াশোনা শেষে কাজের সুযোগ বা পোস্ট-স্টাডি ভিসার ক্ষেত্রেও দুটি দেশের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। অস্ট্রেলিয়ায় ডিগ্রির উপর নির্ভর করে ২ থেকে ৩ বছর পর্যন্ত কাজ করার সুযোগ পাওয়া যায়। অন্যদিকে নিউজিল্যান্ডে পোস্ট-স্টাডি ওয়ার্ক ভিসার মাধ্যমে সর্বোচ্চ ৩ বছর পর্যন্ত কাজ করা সম্ভব। এই সময়টা শিক্ষার্থীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই সময়েই তারা অভিজ্ঞতা অর্জন করে ভবিষ্যতের ক্যারিয়ার গড়ে তোলার সুযোগ পায়।

ন্যূনতম মজুরির ক্ষেত্রেও অস্ট্রেলিয়া এগিয়ে। সেখানে ঘণ্টাপ্রতি প্রায় ২৫ থেকে ৩২ অস্ট্রেলিয়ান ডলার আয় করা সম্ভব, যেখানে নিউজিল্যান্ডে তা প্রায় ২০ থেকে ২৫ নিউজিল্যান্ড ডলার। ফলে অস্ট্রেলিয়ায় পড়াশোনার খরচ বেশি হলেও আয়ের সুযোগও তুলনামূলক বেশি।

স্থায়ী বসবাস বা PR পাওয়ার দিক থেকে অস্ট্রেলিয়ায় সুযোগ বেশি। দেশটির স্কিলড মাইগ্রেশন প্রোগ্রাম বিস্তৃত এবং বিভিন্ন পেশার জন্য একাধিক পথ রয়েছে। তবে প্রতিযোগিতাও বেশ তীব্র। অন্যদিকে নিউজিল্যান্ডে পয়েন্টভিত্তিক PR ব্যবস্থা রয়েছে, যা অনেকের কাছে তুলনামূলক সহজ মনে হলেও পেশার সুযোগ সীমিত।

ভিসা খরচ এবং অনুমোদনের হারও বিবেচ্য বিষয়। অস্ট্রেলিয়ার স্টুডেন্ট ভিসার খরচ প্রায় ২,০০০ অস্ট্রেলিয়ান ডলার, যেখানে নিউজিল্যান্ডে তা প্রায় ৮৫০ নিউজিল্যান্ড ডলার। অনুমোদনের হার নিউজিল্যান্ডে কিছুটা বেশি, যা আবেদনকারীদের জন্য ইতিবাচক দিক।

সবশেষে, জীবনধারা ও পরিবেশের কথা না বললেই নয়। অস্ট্রেলিয়া আধুনিক শহর, সমুদ্র সৈকত এবং দ্রুতগতির বহুসাংস্কৃতিক জীবনের জন্য পরিচিত। অন্যদিকে নিউজিল্যান্ড তার শান্ত, প্রকৃতিনির্ভর পরিবেশ—পাহাড়, হ্রদ এবং কম জনবহুল জীবনের জন্য বিখ্যাত।

Source: Online

আধুনিক কৃষিতে জার্মানিতে ক্যারিয়ার সুযোগ : আউসবিলডুং



জার্মানিতে আধুনিক কৃষি খাতে উচ্চমানের ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ গ্রহণের একটি অসাধারণ সুযোগ হলো "আউসবিলডুং" প্রোগ্রাম, যার কৃষিভিত্তিক শাখাটি পরিচিত "ল্যান্ডভির্ট" (Landwirt) বা কৃষক প্রশিক্ষণ হিসেবে। এই প্রোগ্রামটি শুধুমাত্র প্রচলিত কৃষিকাজ শেখানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং আধুনিক প্রযুক্তি, কৃষি প্রকৌশল, এবং ব্যবসা ব্যবস্থাপনার সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে একটি পূর্ণাঙ্গ পেশাগত শিক্ষা ব্যবস্থা। যারা কৃষি খাতে আন্তর্জাতিক মানের দক্ষতা অর্জন করতে চান, তাদের জন্য এটি একটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় পথ।

এই প্রশিক্ষণটি পরিচালিত হয় জার্মানির বিখ্যাত "ডুয়াল সিস্টেম"-এর মাধ্যমে। অর্থাৎ, শিক্ষার্থীরা একইসঙ্গে বাস্তব কাজ এবং তাত্ত্বিক শিক্ষা গ্রহণ করে। সপ্তাহের নির্দিষ্ট কিছু দিন তারা সরাসরি কোনো কৃষি খামারে কাজ করে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করে, আর বাকি সময় তারা ভোকেশনাল স্কুল বা "বেরুফশুলে"-তে ক্লাস করে তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জন করে। এই বাস্তব ও তাত্ত্বিক শিক্ষার সমন্বয় শিক্ষার্থীদের দক্ষতা দ্রুত বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে। সাধারণত এই কোর্সের মেয়াদ তিন বছর হলেও, ভালো ফলাফল করলে এটি ছয় মাস পর্যন্ত কমানো সম্ভব।

আউসবিলডুং প্রোগ্রামের পাঠ্যসূচি অত্যন্ত বিস্তৃত এবং আধুনিক। এতে ফসল উৎপাদনের বিভিন্ন দিক যেমন মাটি পরীক্ষা, বীজ রোপণ, সার ও কীটনাশক ব্যবহার, এবং ফসল সংগ্রহ শেখানো হয়। পাশাপাশি পশুপালন বিষয়েও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, যেখানে গবাদিপশুর যত্ন, প্রজনন, এবং দুধ উৎপাদনের মতো বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে। প্রযুক্তিগত অংশে শিক্ষার্থীরা ট্রাক্টর, কম্বাইন হারভেস্টারসহ বিভিন্ন আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। এর পাশাপাশি কৃষি ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ দিক যেমন কৃষিপণ্যের বাজারজাতকরণ, হিসাবরক্ষণ, এবং পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কেও শিক্ষা দেওয়া হয়, যা একজন সফল কৃষি উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য অপরিহার্য।

এই প্রোগ্রামে আবেদন করার জন্য কিছু নির্দিষ্ট যোগ্যতা প্রয়োজন। সাধারণত ন্যূনতম ১০ম শ্রেণি বা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হয়। তবে অনেক ক্ষেত্রে উচ্চ মাধ্যমিক বা তার বেশি শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। ভাষাগত দক্ষতার ক্ষেত্রে জার্মান ভাষায় অন্তত B1 স্তরের জ্ঞান থাকা বাধ্যতামূলক, কারণ অধিকাংশ প্রশিক্ষণ ও কাজ জার্মান ভাষায় পরিচালিত হয়। এছাড়া, যেহেতু এটি একটি শারীরিক পরিশ্রমের পেশা—যেখানে রোদ, বৃষ্টি এবং খোলা পরিবেশে কাজ করতে হয়—তাই ভালো শারীরিক সক্ষমতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এই প্রশিক্ষণের একটি বড় সুবিধা হলো, এটি সম্পূর্ণ ফ্রি নয়, বরং শিক্ষার্থীরা প্রশিক্ষণকালীন সময়েই মাসিক ভাতা পায়। এই ভাতার পরিমাণ জার্মানির বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন হতে পারে। সাধারণত প্রথম বছরে মাসে প্রায় ৮৫০ থেকে ৯০০ ইউরো, দ্বিতীয় বছরে ৯০০ থেকে ৯৮০ ইউরো, এবং তৃতীয় বছরে ৯৮০ থেকে ১১০০ ইউরো পর্যন্ত আয় করা সম্ভব। ফলে শিক্ষার্থীরা পড়াশোনার পাশাপাশি নিজের খরচের একটি বড় অংশ নিজেই বহন করতে পারে।

মূল কৃষি প্রশিক্ষণের বাইরে আরও কিছু বিশেষায়িত ক্ষেত্র রয়েছে, যেখানে আগ্রহ অনুযায়ী প্রশিক্ষণ নেওয়া যায়। যেমন পশুপালন বিশেষজ্ঞ (Tierwirt), উদ্যান বা হর্টিকালচার বিশেষজ্ঞ (Gärtner), বন ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ (Forstwirt), এবং উদ্ভিদ প্রযুক্তিবিদ (Pflanzentechnologe)। এসব ক্ষেত্র ভবিষ্যতে কর্মসংস্থানের আরও বিস্তৃত সুযোগ তৈরি করে।

আউসবিলডুং সম্পন্ন করার পর কর্মক্ষেত্রে সম্ভাবনা অত্যন্ত উজ্জ্বল। শিক্ষার্থীরা বড় কৃষি খামারে সরাসরি কাজ করতে পারে, অথবা অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা বাড়িয়ে নিজের খামার পরিচালনা করতে পারে। আরও উচ্চতর পর্যায়ে গিয়ে "মাস্টার ল্যান্ডভির্ট" হয়ে নিজস্ব কৃষি ব্যবসা গড়ে তোলার সুযোগও রয়েছে।

Source: Online

বর্তমানে জার্মানিতে দক্ষ কৃষি কর্মীর চাহিদা অনেক বেশি, ফলে এই প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারীরা সহজেই ভালো চাকরির সুযোগ পেতে পারে।

সর্বোপরি, জার্মানির কৃষিভিত্তিক আউসবিলডুং প্রোগ্রামটি কেবল একটি সাধারণ প্রশিক্ষণ নয়, বরং এটি একটি সুসংগঠিত ও ভবিষ্যতমুখী ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ। এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি, আন্তর্জাতিক মানের পাঠ্যক্রম এবং বাস্তবমুখী কাজের অভিজ্ঞতা একসঙ্গে অর্জন করতে পারে। ফলে তারা শুধু তাত্ত্বিক জ্ঞানেই সীমাবদ্ধ থাকে না মাঠপর্যায়ে বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শুধু তাত্ত্বিক জ্ঞানই নয়, প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করে আত্মবিশ্বাসী পেশাজীবী হিসেবে গড়ে ওঠে। আধুনিক বিশ্বে কৃষি খাতে প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই আউসবিলডুং প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করে, যাতে তারা নতুন প্রযুক্তি ও আধুনিক ব্যবস্থাপনা দক্ষতা কাজে লাগাতে পারে। যারা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কৃষি ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তাদের জন্য এটি একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম। সফলভাবে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করলে শিক্ষার্থীরা কেবল স্থায়ী চাকরির সুযোগই পায় না, বরং ভালো আয় এবং নিজের খামার বা কৃষি উদ্যোগ পরিচালনার মাধ্যমে উদ্যোক্তা হওয়ার সম্ভাবনাও খুলে যায়।

Source: Online

২০২৬ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার ভিসা নীতিতে বড় পরিবর্তন

দক্ষিণ কোরিয়া ২০২৬ সালে বিদেশি কর্মীদের জন্য ভিসা নীতি ব্যাপকভাবে আপডেট করেছে। দেশের অর্থনীতি, প্রযুক্তি, শিল্প ও কৃষি ক্ষেত্রে বিদেশি শ্রমের চাহিদা বিবেচনা করে সরকার পেশাদার ও অদক্ষ—দুই ধরনের কর্মীকে লক্ষ্য করে নতুন দিকনির্দেশনা প্রকাশ করেছে। বিশেষ করে, উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন পেশাজীবীদের জন্য সুযোগ বৃদ্ধি এবং সাধারণ শ্রমিকদের ক্ষেত্রে কোটা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা দেশের শ্রম বাজারে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন নিয়ে আসবে।

পেশাদার কর্মীদের জন্য ভিসা: E-1 থেকে E-7

পেশাদার কর্মীদের ভিসা ক্যাটাগরি (E-1 থেকে E-7) ২০২৬ সালে বড় সুযোগ তৈরি করেছে। সরকারের নীতিতে কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যাগত সীমা নেই। অর্থাৎ যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজন অনুযায়ী পেশাদাররা ভিসা পেতে পারবেন।

E-1 (অধ্যাপক) – বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা ও গবেষণা।

E-2 (ভাষা শিক্ষক) – বিদেশি ভাষার শিক্ষাদান।

E-3 (গবেষক) – বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, মানবিক ও শিল্প গবেষণায় নিয়োজিত।

E-4 (প্রযুক্তিবিদ) – উচ্চ প্রযুক্তি ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানসম্পন্ন কাজ।

E-5 (পেশাজীবী) – ডাক্তার, আইনজীবী, সিপিএসহ অন্যান্য পেশা।

E-6 (শিল্প ও ক্রীড়া) – শিল্পী, বিনোদন এবং ক্রীড়া সম্পর্কিত পেশা।

এগুলোতে 'সংখ্যার কোনো সীমা নেই', যা দক্ষ পেশাজীবীদের কোরিয়ায় কাজ করার জন্য বড় সুযোগ প্রদান করছে।

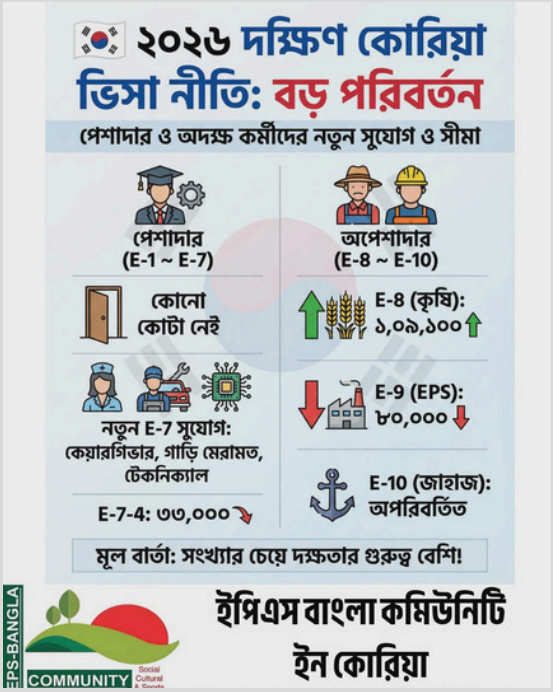


Photo: EPS Bangla, Online

E-7 (বিশেষ কার্যক্রম ভিসা) – এই ক্যাটাগরিতে সরকার নতুন পেশার সংযোজন করেছে। শিল্প ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তির ঘাটতি পূরণের জন্য ২০২৬ সালে নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত পেশাগুলো হলো:

- কেয়ারগিভার (নার্সিং/ইয়োয়াং বোহোসা)
- গাড়ি মেরামত ও রং-পেইন্ট কর্মী
- অটোমোবাইল পার্টস উৎপাদন কর্মী
- ইলেকট্রিক ট্রেন ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ কর্মী

E-7-4 ভিসায় দক্ষতা-ভিত্তিক পয়েন্ট সিস্টেম চালু আছে। ২০২৫ সালে এ কোটা ছিল ৩৫,০০০ জন, যা ২০২৬ সালে সামান্য কমে ৩৩,০০০ জন হয়েছে। এটি নির্দেশ করছে—সরকার দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাকে সংখ্যার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে।

অদক্ষ ও সাধারণ শ্রমিকদের ভিসা: E-8 থেকে E-10

অদক্ষ বা সাধারণ শ্রমিকদের জন্য সরকার স্পষ্ট সংখ্যাগত কোটা নির্ধারণ করেছে।

E-8 (মৌসুমি কৃষি শ্রমিক) – ২০২৬ সালের প্রথমার্ধে ১,০৯,১০০ জন। ২০২৫ সালে এই সংখ্যা ছিল প্রায় ৯৫,৭০০ জন। অর্থাৎ কৃষিখাতে কর্মীর চাহিদা বাড়ার কারণে কোটা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

E-9 (EPS – ফ্যাক্টরি ও কৃষি শ্রম) – ২০২৬ সালে কোটা ৮০,০০০ জন। ২০২৫ সালে ছিল ১,৩০,০০০ জন। বড় ধরনের কোটা কমানোর ফলে উচ্চ প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হবে।

E-10 (জাহাজ ও মৎস্যখাত) – বড় জাহাজ ও মৎস্যখাতে কোটা অপরিবর্তিত রয়েছে:

- ২০ টনের বেশি মাছ ধরার জাহাজ: ২২,০০০ জন
- ৫ টনের বেশি উপকূলীয় জাহাজ: ১,২০০ জন
- বড় যাত্রীবাহী জাহাজ: ১০০ জন

সামগ্রিক বিশ্লেষণ

২০২৬ সালের ভিসা নীতি থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে দক্ষিণ কোরিয়া উচ্চ দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিচ্ছে।

পেশাদারদের জন্য সুযোগ – E-1 থেকে E-7 ভিসা ক্যাটাগরিতে কোনো সংখ্যা সীমা না থাকায় দক্ষ পেশাজীবীরা সহজে আবেদন করতে পারবেন। বিশেষ করে কেয়ারগিভার, টেকনিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং সংক্রান্ত পেশার জন্য নতুন ভিসা সংযোজন হয়েছে।

অদক্ষ শ্রমিকদের জন্য কোটা – মৌসুমি কৃষি শ্রমিকদের কোটা বাড়ানো হয়েছে, যা কৃষিখাতে বিদেশি শ্রমিকদের প্রবেশ সহজ করবে। তবে EPS (E-9) কোটা কমানোর কারণে ফ্যাক্টরি ও কৃষি কাজে প্রবেশ এখন কঠিন হবে।

কৌশলগত দিক – সংখ্যার চেয়ে দক্ষতাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তাই যারা দক্ষিণ কোরিয়ায় কাজ করতে ইচ্ছুক, তাদের জন্য এখনই দক্ষতা, ভাষা দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করা জরুরি।

২০২৬ সালের জন্য দক্ষিণ কোরিয়ার নতুন ভিসা নীতি দেশটির শ্রম বাজারে একটি স্পষ্ট বার্তা পাঠাচ্ছে: দক্ষ কর্মীদের জন্য প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত, কিন্তু অদক্ষ বা সাধারণ শ্রমিকদের জন্য নিয়ন্ত্রণ ও সীমাবদ্ধতা বৃদ্ধি পেয়েছে। পেশাদার কর্মীদের ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যাগত সীমা নেই, অর্থাৎ যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনের ভিত্তিতে তারা সহজেই ভিসা পেতে পারবেন। বিশেষ করে কেয়ারগিভার, প্রযুক্তি, অটোমোবাইল ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ উৎপাদনের মতো নতুন পেশায় সুযোগ তৈরি হয়েছে, যা দক্ষ পেশাজীবীদের জন্য একটি বড় সুযোগ হিসেবে বিবেচিত।

অপরদিকে, সাধারণ শ্রমিকদের জন্য কোটা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং কিছু ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো হয়েছে, যেমন EPS (E-9) ভিসা। এর ফলে ফ্যাক্টরি ও কৃষি ক্ষেত্রে বিদেশি শ্রমিকদের জন্য প্রবেশ কঠিন হয়ে যাচ্ছে।

Source: Online

ভিসা সংবাদ



Photo: universityaffairs.ca Online

কানাডায় আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ভিসা পারমিট: যা জানা জরুরি

গত এক দশকে কানাডায় আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা দ্রুত বেড়ে যাওয়ার পর, ফেডারেল সরকার ২০২৪ সাল থেকে স্টাডি পারমিটের ওপর সীমা আরোপ করে। এর ফলে উচ্চশিক্ষা খাত ও আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের কাছে কানাডার ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

২০২৫ সালের ২৫ নভেম্বর সরকার ২০২৬ সালের জন্য নতুন লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা করে। ইমিগ্রেশন, রিফিউজিস অ্যান্ড সিটিজেনশিপ কানাডা (IRCC) ২০২৬ সালে মোট ৪০৮,০০০টি স্টাডি পারমিট দেবে, যার মধ্যে ১,৫৫,০০০টি নতুন শিক্ষার্থীর জন্য এবং ২,৫৩,০০০টি এক্সটেনশনের জন্য। এটি ২০২৫ সালের তুলনায় ৭ শতাংশ এবং ২০২৪ সালের তুলনায় ১৬ শতাংশ কম।

২০২৬ সালে PAL/TAL প্রয়োজন এমন শিক্ষার্থীদের জন্য ১,৮০,০০০ পারমিট বরাদ্দ করা হয়েছে, যা প্রদেশভিত্তিকভাবে বণ্টিত হবে। তবে সরকারি প্রতিষ্ঠানে (public DLI) পড়তে আসা মাস্টার্স ও ডক্টরাল শিক্ষার্থীরা PAL/TAL থেকে অব্যাহতি পাবে এবং কার্যত ক্যাপের বাইরে থাকবে। তবুও তারা জাতীয় লক্ষ্যমাত্রার অংশ হিসেবে গণ্য হবে। ধারণা করা হচ্ছে, প্রায় ৪৯,০০০ পারমিট গ্র্যাজুয়েট শিক্ষার্থীদের দেওয়া হবে।

২০২৭ ও ২০২৮ সালে প্রতি বছর নতুন আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ১,৫০,০০০। এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কানাডার অস্থায়ী বাসিন্দার সংখ্যা ২০২৭ সালের মধ্যে মোট জনসংখ্যার ৫ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে। IRCC জানায়, ক্যাপ কার্যকর হওয়ার ফলে স্টাডি পারমিটধারীর সংখ্যা ২০২৪ সালের শুরুতে ১০ লক্ষের বেশি থেকে ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে প্রায় ৭,২৫,০০০-এ নেমে এসেছে।

তবে আবেদন ও বাস্তবে পারমিট ইস্যুর মধ্যে বড় পার্থক্য রয়েছে। ২০২৪ সালে ৪৮৫,০০০ আবেদনসীমার বিপরীতে মাত্র ২,৯৩,২২০টি নতুন পারমিট ইস্যু হয়। ২০২৫ সালে জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নতুন শিক্ষার্থীর সংখ্যা আগের বছরের তুলনায় ৬০ শতাংশ কমেছে। ফলে ২০২৬ সালের নতুন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

সরকার এখন “অর্থনৈতিক অভিবাসন”-কে অগ্রাধিকার দিচ্ছে, যেখানে শ্রমবাজারের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম অভিবাসীদের গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। মাস্টার্স ও ডক্টরাল শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য, প্রযুক্তি ও দক্ষ পেশায় অবদানকারী হিসেবে দেখা হচ্ছে। ২০২৫ সালে গ্র্যাজুয়েট শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা অনলাইন পোর্টাল চালু করা হয় এবং আন্তর্জাতিক ডাক্তারদের জন্য নতুন এক্সপ্রেস এন্ট্রি ক্যাটাগরি ঘোষণা করা হয়।

পোস্ট-গ্র্যাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিট (PGWP) প্রোগ্রামেও পরিবর্তন এসেছে। কারিকুলাম লাইসেন্সিং প্রোগ্রামে পড়া শিক্ষার্থীরা আর PGWP পাবে না। মাস্টার্স গ্র্যাজুয়েটরা তিন বছরের ওয়ার্ক পারমিট পাবেন এবং কেবল মাস্টার্স ও ডক্টরাল শিক্ষার্থীদের জীবনসঙ্গীরাই ওপেন ওয়ার্ক পারমিটের যোগ্য হবেন।

২০২৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর থেকে শিক্ষার্থীদের এক বছরের জীবনযাত্রার খরচ হিসেবে ২২,৮৯৫ কানাডিয়ান ডলার দেখাতে হবে। পাশাপাশি, অধিকাংশ আবেদনকারীর জন্য PAL/TAL বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরাসরি IRCC-কে ভর্তি নিশ্চিত করতে হচ্ছে।

এই নীতিগুলো দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়া আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা ফেরানো, আবাসন ও সেবার ওপর চাপ কমানো এবং ব্যবস্থার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই নেওয়া হয়েছে।

সার্বিকভাবে, কানাডার আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী নীতিতে সাম্প্রতিক পরিবর্তনগুলো দেশটির অভিবাসন ও শিক্ষাব্যবস্থায় বড় ধরনের রূপান্তরের ইঙ্গিত দেয়। যদিও এসব পদক্ষেপের লক্ষ্য অস্থায়ী বাসিন্দার সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবস্থার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, তবুও এর ফলে শিক্ষা খাতে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের আস্থায় প্রভাব পড়েছে। ভবিষ্যতে এই নীতিগুলোর বাস্তবায়ন কতটা ভারসাম্যপূর্ণ ও কার্যকর হয়, তার ওপরই নির্ভর করবে কানাডা আন্তর্জাতিক শিক্ষার একটি আকর্ষণীয় ও টেকসই গন্তব্য হিসেবে তার অবস্থান ধরে রাখতে পারবে কি না।

Source: universityaffairs.ca, Online

এস্তোনিয়ায় পড়াশোনা: ইউরোপের স্বপ্ন দেখুন, কম খরচে!



Photo: Online

বর্তমান সময়ে ইউরোপীয় শিক্ষার স্বপ্ন অনেক শিক্ষার্থীর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। কিন্তু উচ্চ টিউশন ফি এবং কঠিন ভিসা প্রক্রিয়া অনেকের জন্য বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তবে, এখন এস্তোনিয়ার দিকে তাকানো অনেক শিক্ষার্থীর জন্য একটি বাস্তবসম্মত এবং আকর্ষণীয় সুযোগ। কম খরচে উচ্চমানের শিক্ষা, সহজ ভিসা প্রক্রিয়া এবং শেনজেন ভিসার সুবিধা—সবই এদেশকে স্টুডেন্টদের ফেভারিট গন্তব্যে পরিণত করেছে।

কেন এস্তোনিয়া?

এস্তোনিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের জন্য দারুণ সুবিধাজনক। এখানে পড়াশোনার খরচ কম এবং শিক্ষার মান আন্তর্জাতিক মানের। পাশাপাশি, শেনজেন ভিসা পাওয়ার মাধ্যমে আপনি ইউরোপের যেকোনো দেশ সহজেই ঘুরে দেখতে পারবেন।

এস্তোনিয়ায় পড়াশোনার কিছু বড় সুবিধা:

- লো টিউশন ফি – ইউরোপের মধ্যে সবচেয়ে সাশ্রয়ী খরচে উচ্চশিক্ষা।
- পার্ট-টাইম জব সুযোগ পড়াশোনার পাশাপাশি উপার্জনের সুযোগ।
- পোস্ট-স্টাডি ওয়ার্ক অপশন পড়াশোনা শেষ হলে কেরিয়ার গড়ার সুযোগ।
- স্টাডি গ্যাপ অ্যাকসেপ্টেড আগের গ্যাপ থাকলেও আবেদন করা যায়।
- সহজ ভাষার প্রয়োজনীয়তা কম IELTS স্কোর, PTE, Duolingo বা TOEFL একসেপ্টেড।

ভিসা প্রক্রিয়ার সহজতা

এস্তোনিয়ার শেনজেন ভিসা দ্রুত এবং সহজে পাওয়া যায়। এক্সপার্টরা বলেন, ইন্টারভিউতে আত্মবিশ্বাসী পারফরম্যান্স দেখালে ভিসা অনুমোদন পাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি।

স্টাডি ইন্টারন্যাশনাল-এর অভিজ্ঞ কাউন্সেলররা শিক্ষার্থীদের জন্য দেয় আপডেটেড গাইডলাইন, যা আপনাকে ইন্টারভিউর জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত করে। তারা ধাপে ধাপে শেখায় কিভাবে আত্মবিশ্বাসী এবং প্রফেশনাল ইন্টারভিউ দিতে হয়।

শিক্ষার্থীদের পছন্দের দেশে পড়াশোনা

এস্তোনিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ব্যাচেলর ও মাস্টার্স লেভেলে নেক্সট ইনটেক শুরু হতে চলেছে। লো সিজিপিএ থাকলেও আবেদন করা যায়। দ্রুত ভিসা প্রসেসিং এবং বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ শিক্ষার্থীদের জন্য এটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে।

এস্তোনিয়ায় পড়াশোনা শুধু শিক্ষার মান নয়, এটি একটি আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা। এখানে আপনি ইউরোপীয় মানের শিক্ষা পাবেন, একই সঙ্গে নতুন সংস্কৃতি, জীবনধারা ও আন্তর্জাতিক বন্ধুত্বের সুযোগ উপভোগ করতে পারবেন।

কোর্স এবং সেমিস্টার

এস্তোনিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিভিন্ন ধরনের কোর্স পাওয়া যায়, যার মধ্যে রয়েছে ব্যাচেলর, মাস্টার্স এবং পিএইচডি প্রোগ্রাম। শিক্ষার্থীরা কম্পিউটার সায়েন্স, বিজনেস, ইঞ্জিনিয়ারিং, আর্টস, হিউম্যানিটিজ এবং আরও অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষা নিতে পারেন।

সাধারণত, এস্তোনিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সেমিস্টার ভিত্তিক সিস্টেম চলে। ব্যাচেলর প্রোগ্রামের মেয়াদ ৩ থেকে ৪ বছর এবং মাস্টার্স প্রোগ্রামের মেয়াদ ১ থেকে ২ বছর। সেমিস্টার শুরু হয় সাধারণত সেপ্টেম্বরে (Fall Intake) এবং ফেব্রুয়ারিতে (Spring Intake)।

অ্যাপ্লিকেশন প্রক্রিয়া

এস্তোনিয়ায় আবেদন করার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন হয়:

- আবেদন ফর্ম পূরণ
- প্রাসঙ্গিক শিক্ষাগত ডকুমেন্ট (সনদপত্র ও মার্কশিট)
- ভাষার যোগ্যতা প্রমাণ (IELTS, TOEFL, PTE, বা Duolingo)
- পাসপোর্ট এবং ফিনান্সিয়াল প্রমাণ
- কখনও কখনও SOP বা Recommendation Letter

এস্তোনিয়া উত্তর ইউরোপে অবস্থিত একটি সুন্দর দেশ, যেখানে প্রযুক্তি, শিক্ষা এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অনন্য সংমিশ্রণ রয়েছে। রাজধানী তালিন শহরটি ঐতিহাসিক ও আধুনিক শহরের এক অসাধারণ মিশ্রণ। শিক্ষার্থীরা এখানে নিরাপদ এবং বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে পড়াশোনা করতে পারে।

উপসংহার

এস্তোনিয়ায় পড়াশোনা মানে শিক্ষার মান, আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা, এবং ক্যারিয়ারের উন্নয়নের সমন্বয়। কম খরচে শিক্ষার সুযোগ, সহজ ভিসা প্রক্রিয়া এবং ইউরোপ জুড়ে ভ্রমণের সুবিধা—সবই শিক্ষার্থীদের জন্য এটিকে আকর্ষণীয় করে তোলে। স্টাডি ইন্টারন্যাশনাল-এর সাহায্যে, আপনার স্বপ্নের শিক্ষাজীবন এখন বাস্তবায়নের অপেক্ষায়।

Source: Online

ইতালিতে উচ্চশিক্ষা: CIMEA এবং DECLARATION OF VALUE

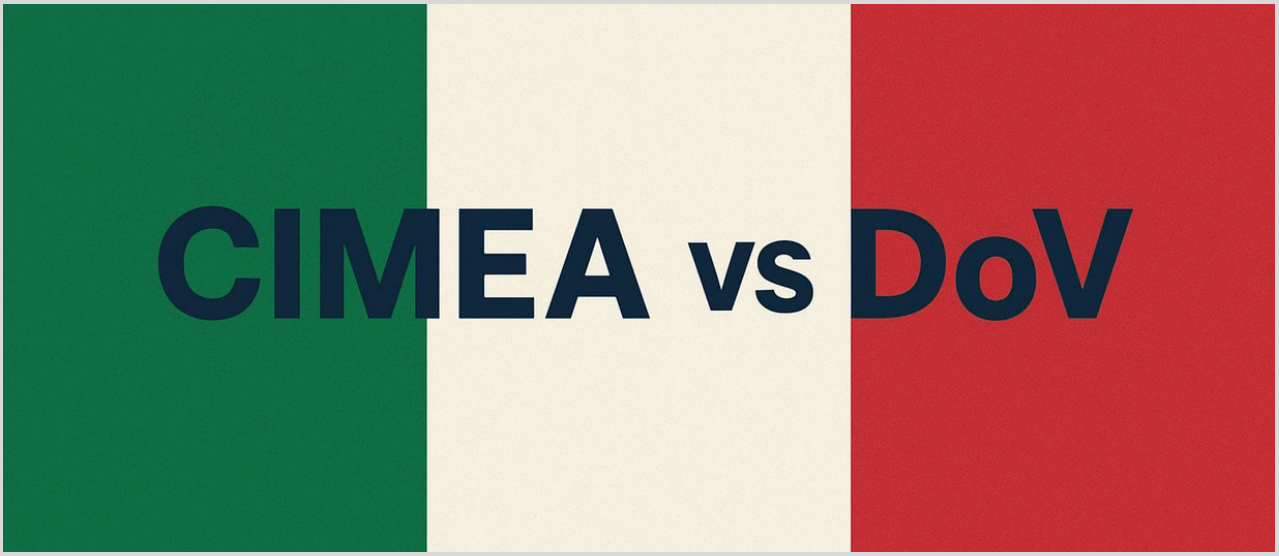


Photo: Online

বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য ইতালিতে উচ্চশিক্ষার পথ অনেক সময় জটিল এবং বিভ্রান্তিকর হতে পারে। বিশেষ করে তখন, যখন একাধিক শংসাপত্র ও সার্টিফিকেটের মধ্যে কোনটি কোন ক্ষেত্রে প্রয়োজন তা বোঝা কঠিন হয়। এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি বিভ্রান্তি তৈরি হয় CIMEA এবং Declaration of Value (DOV)-এর মধ্যে পার্থক্য বুঝতে না পারার কারণে। সাধারণ ভুলের কারণে কখনো বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাডমিশন বিলম্বিত হয়, কখনো স্কলারশিপ হাতছাড়া হয়, আবার কখনো ভিসা প্রসেস পর্যন্ত ঝুঁকিতে পড়ে। তাই এই দুই ডকুমেন্টকে কেবল আলাদা নামে দুটি কাগজ হিসেবে না দেখে, পুরো শিক্ষাব্যবস্থা এবং প্রক্রিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে বোঝা অত্যন্ত জরুরি।

Declaration of Value হলো ইতালির এক ঐতিহ্যবাহী একাডেমিক ভেরিফিকেশন পদ্ধতি। এটি সরাসরি ইতালিয়ান এম্বাসি বা কনস্যুলেট দ্বারা ইস্যু করা হয়। এই ডকুমেন্ট শিক্ষার্থীর দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা অনুযায়ী তার ডিগ্রি বা সার্টিফিকেটের মান, মেয়াদ ও একাডেমিক স্তরকে ইতালির শিক্ষা কাঠামোর সঙ্গে তুলনা করে ব্যাখ্যা করে। অর্থাৎ, এটি কূটনৈতিক প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে এম্বাসি শিক্ষার্থীর একাডেমিক যোগ্যতা যাচাই করে।
অপরদিকে, CIMEA হলো একটি স্বতন্ত্র, রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত একাডেমিক ইনফরমেশন ও মূল্যায়ন সংস্থা। এটি বিদেশি ডিগ্রির তুলনামূলক মূল্যায়ন করে একটি রিপোর্ট আকারে ফলাফল প্রদান করে। CIMEA-এর রিপোর্ট সাধারণত আন্তর্জাতিক মান এবং শিক্ষামন্ত্রণালয়ের স্বীকৃতির ভিত্তিতে তৈরি হয়। এখানে প্রধান ফোকাস হলো একাডেমিক ও টেকনিক্যাল বিশ্লেষণ, যেখানে তুলনামূলক শিক্ষা কাঠামো, আন্তর্জাতিক ডাটাবেস এবং মান যাচাই ব্যবহৃত হয়।

ডকুমেন্ট প্রস্তুতির ক্ষেত্রে পার্থক্য আরও স্পষ্ট। DOV-এর জন্য সাধারণত সব একাডেমিক সার্টিফিকেট এবং ট্রান্সক্রিপ্ট Apostille করা বাধ্যতামূলক, এবং প্রায়ই অফিসিয়াল অনুবাদও চাই। এগুলো সরাসরি এম্বাসিতে জমা দিতে হয় এবং সেখানে ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন হয়। CIMEA সম্পূর্ণ অনলাইন ভিত্তিক, কিন্তু মানদণ্ড অনেক বেশি কঠোর। Apostille করা ডকুমেন্ট প্রয়োজন এবং স্ক্যান কপির মান, স্পষ্টতা ও তথ্যের সামঞ্জস্য যাচাই করা হয়। তবে CIMEA-এর জন্য সরাসরি এম্বাসিতে হাজির হওয়ার প্রয়োজন নেই, যা বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য সুবিধাজনক।

সময়কালেও দুইটির মধ্যে বড় পার্থক্য আছে। বাংলাদেশের বাস্তবতা অনুযায়ী DOV প্রায় ৬–১০ সপ্তাহ সময় নেয়, আবেদন সিজনে এটি আরও দীর্ঘ হতে পারে। কারণ এম্বাসিতে একসাথে ভিসা, কনস্যুলার সার্ভিস এবং একাডেমিক কাজের চাপ থাকে। CIMEA-এর অফিসিয়াল সময়কাল তুলনামূলকভাবে কম, তবে বাংলাদেশ থেকে এটি প্রায় ৪০–৬০ দিন পর্যন্ত সময় নিতে পারে। বড় পার্থক্য হলো, CIMEA-এর প্রসেস প্রেডিক্টেবল, যেখানে DOV-এর সময়কাল অনিশ্চিত হতে পারে।
ব্যবহারের দিক থেকেও পার্থক্য গুরুত্বপূর্ণ। ইতালির অনেক আধুনিক সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, বিশেষ করে যারা আন্তর্জাতিকীকরণে এগিয়ে, তারা CIMEA গ্রহণ করছে এবং DOV আর চায় না। স্কলারশিপ বিশেষ করে DSU বা আঞ্চলিক স্কলারশিপের ক্ষেত্রে CIMEA প্রায় বাধ্যতামূলক। তবে কিছু পুরনো বিশ্ববিদ্যালয় বা নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম এখনও DOV চায়। তাই কোন ডকুমেন্ট প্রয়োজন তা পুরোপুরি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মের উপর নির্ভর করে, শিক্ষার্থীর ইচ্ছার উপর নয়।
ভিসা প্রসেসের ক্ষেত্রে দুটি ডকুমেন্টের ভূমিকা আলাদা হলেও লক্ষ্য একই। DOV হলো এম্বাসি অফিসারের কাছে শিক্ষার্থীর একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাখ্যা করার সরাসরি কূটনৈতিক দলিল। CIMEA হলো একটি টেকনিক্যাল অথচ বিশ্বাসযোগ্য রিপোর্ট, যা দেখায় শিক্ষার্থীর ডিগ্রি আন্তর্জাতিকভাবে যাচাইকৃত। তবে কোনো এক ডকুমেন্ট থাকলেই ভিসা নিশ্চিত হয় না; এগুলো কেবল একাডেমিক বিশ্বাসযোগ্যতা প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার।
বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য বাস্তবতা হলো, একসঙ্গে CIMEA এবং DOV লাগে খুবই বিরল। সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয় বা স্কলারশিপ বোর্ড যেকোনো একটি গ্রহণ করে। তাই শুরুতেই সঠিক ডকুমেন্ট নির্বাচন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
সবচেয়ে বড় পার্থক্য দর্শনগত। DOV হলো অতীতের একটি প্রতিষ্ঠিত প্রক্রিয়া, যা এখনও কার্যকর। CIMEA হলো আধুনিক, ডিজিটাল এবং আন্তর্জাতিক মানের একটি সিস্টেম, যা ভবিষ্যতের দিকে এগোচ্ছে। ইতালির শিক্ষা ব্যবস্থা ধীরে ধীরে DOV থেকে CIMEA-এর দিকে সরে যাচ্ছে।
শেষে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য মূল বার্তা স্পষ্ট: CIMEA বা DOV কোনটি ভালো বা খারাপ নয়। সঠিক প্রশ্ন হলো, আপনার নির্বাচিত বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রোগ্রাম কোনটি চায়। সঠিক বোঝাপড়া থাকলে সময়, অর্থ এবং সুযোগ সর্বোচ্চভাবে সুরক্ষিত থাকে, এবং ইতালিতে উচ্চশিক্ষার যাত্রা হয় নিরাপদ, পরিকল্পিত ও মানসিকভাবে শান্ত।

Source: Online

যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা: জেনে নিন ভিসা বন্ড সিস্টেম

যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ বা ব্যবসার উদ্দেশ্যে যারা B1/B2 ভিসা নিতে চান, তাদের জন্য নতুন নিয়ম চালু হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতর সম্প্রতি কিছু দেশের নাগরিকদের জন্য ভিসা বন্ড (Visa Bond) বাধ্যতামূলক করেছে। এই নতুন প্রক্রিয়া মূলত ভিসা অমান্য ও অতিরিক্ত সময় যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানের হারকে লক্ষ্য করে চালু করা হয়েছে।

ভিসা বন্ড কি?

ভিসা বন্ড হলো একটি নিরাপত্তা বা জামানত যা যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার আগে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা রাখতে হয়। প্রাথমিকভাবে, এই বন্ডের পরিমাণ $5,000, $10,000 বা $15,000 হতে পারে, যা কনসুলার অফিসার ভিসা ইন্টারভিউয়ের সময় নির্ধারণ করবেন।

ভিসার জন্য আবেদনকারীদের ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি (DHS) ফর্ম I-352 জমা দিতে হবে এবং Pay.gov প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সরাসরি অর্থ প্রদান করতে হবে। কোনো তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে অর্থ প্রদান গ্রহণযোগ্য নয়। ভুলভাবে আগে থেকেই অর্থ দিলে তা ফেরত পাওয়া যাবে না।

কারা এই নিয়মের আওতায়?

যেসব দেশের নাগরিকরা এই নিয়মের আওতায় পড়েন, তারা যেকোনো স্থানে ভিসার জন্য আবেদন করলেও বাধ্য। সাধারণভাবে, এই তালিকা DHS-এর Entry/Exit Overstay Report অনুযায়ী তৈরি করা হয়েছে।

নির্ধারিত প্রবেশপথ (Ports of Entry)

ভিসা বন্ডের শর্ত অনুযায়ী, ভিসাধারীরা কেবল বাণিজ্যিক বিমানবন্দর এবং CBP প্রিক্লিয়ারেন্স অবস্থান থেকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ ও প্রস্থান করতে পারবেন।

গুরুত্বপূর্ণ:

ভিসা বন্ডধারীরা চার্টার বিমান, সাধারণ বিমান, স্থল বা সমুদ্রপথের প্রবেশপথ ব্যবহার করতে পারবেন না।

ভিসা বন্ডের মেয়াদ ও শর্তাবলী

বন্ডটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল এবং অর্থ ফেরত হয় এই পরিস্থিতিতে:

1. DHS রেকর্ড অনুযায়ী ভিসাধারী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করলে।
2. ভিসাধারী ভিসা নেওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ না করলে।
3. ভিসাধারী পোর্টে প্রবেশের সময় ভিসা প্রার্থনা প্রক্রিয়ায় ব্যর্থ হলে।

ভিসা বন্ড লঙ্ঘন

যদি ভিসাধারী বন্ডের শর্ত লঙ্ঘন করে, DHS তা USCIS-এ প্রেরণ করবে। লঙ্ঘনের উদাহরণ:

- অনুমোদিত সময়ের পরে যুক্তরাষ্ট্রে থাকা।
- বন্ডের শর্ত না মেনে ভিসা মান্য না করা।
- ভিসা থেকে ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস পরিবর্তনের চেষ্টা, যেমন অ্যাসাইলাম আবেদন করা।

ভিসা বন্ড একটি নিরাপত্তা ব্যবস্থা মাত্র, এটি ভিসা নিশ্চিত করে না। তবে এটি যুক্তরাষ্ট্রের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণকে আরও শক্তিশালী করে এবং অতিরিক্ত সময় অবস্থানের হার কমায়।



Photo: Edex Global Nexus

যদি আপনি যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ বা ব্যবসার উদ্দেশ্যে ভিসা আবেদন করার পরিকল্পনা করে থাকেন, তবে নতুন ভিসা বন্ড প্রক্রিয়া সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা রাখা এখন আর বিলাসিতা নয়—এটি একান্ত প্রয়োজন। বর্তমান বিশ্বে ভ্রমণ নীতিমালা দিন দিন কঠোর হচ্ছে, এবং যুক্তরাষ্ট্রও এর ব্যতিক্রম নয়। বিশেষ করে যেসব দেশের নাগরিকদের জন্য এই বন্ড ব্যবস্থা প্রযোজ্য, তাদের ক্ষেত্রে প্রতিটি ধাপ অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে অনুসরণ করা জরুরি।

ভিসা বন্ড মূলত একটি আস্থার প্রতীক—যা প্রমাণ করে যে আবেদনকারী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করবেন এবং কোনো নিয়ম লঙ্ঘন করবেন না। তবে এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই বন্ড প্রদান করলেই ভিসা নিশ্চিত হয় না। বরং এটি একটি অতিরিক্ত শর্ত, যা পূরণ করতে ব্যর্থ হলে ভিসা প্রক্রিয়া বাতিল হওয়ার পাশাপাশি আর্থিক ক্ষতির ঝুঁকিও থাকে।

অনেক আবেদনকারী অজ্ঞতার কারণে বা তাড়াহুড়ো করে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন—যেমন কনসুলার অফিসারের নির্দেশনা ছাড়া অর্থ জমা দেওয়া বা অননুমোদিত মাধ্যমে পেমেন্ট করা। এসব ভুলের ফলস্বরূপ অর্থ ফেরত না পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, যা একটি বড় ধরনের ক্ষতির কারণ হতে পারে। তাই প্রতিটি নির্দেশনা মনোযোগ দিয়ে পড়া এবং যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা অত্যন্ত জরুরি।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ভিসা পাওয়ার পরও দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ ও প্রস্থান সংক্রান্ত নির্ধারিত নিয়ম মেনে চলা এবং অনুমোদিত সময়সীমার মধ্যে দেশ ত্যাগ করা বাধ্যতামূলক। অন্যথায় এটি ভিসা বন্ড লঙ্ঘন হিসেবে গণ্য হবে, যা ভবিষ্যতে ভিসা পাওয়ার সম্ভাবনাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

SUCCESS STORY



ফাহমিদুল ইসলাম : উদীয়মান বাংলাদেশি পেশাদার ফুটবলার

বর্তমানে ইতালির সেরি ডি ক্লাব Olbia এবং Bangladesh national team-এর হয়ে খেলেন। তিনি মূলত লেফট-ব্যাক এবং লেফট উইঙ্গার পজিশনে পারদর্শী, যা তাকে দলে বহুমুখী খেলোয়াড় হিসেবে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে।

শৈশব ও ক্লাব ক্যারিয়ার

ফাহমিদুল ইসলামের জন্ম বাংলাদেশের ফেনীতে। শৈশবে তিনি পরিবারের সঙ্গে ইতালিতে পাড়ি জমান, যেখানে তার ফুটবল ক্যারিয়ারের ভিত্তি গড়ে ওঠে। ইতালিতে তিনি প্রথমে Spezia-এর যুব একাডেমিতে যোগ দেন। পরবর্তীতে তিনি যোগ দেন Sampdoria-এর একাডেমিতে, যেখানে তিনি অনূর্ধ্ব-১৮ দলে নিয়মিত খেলেছেন।

২০২৩–২৪ মৌসুমে সাম্পদোরিয়ার অনূর্ধ্ব-১৮ দলে খেলতে গিয়ে ফাহমিদুল ২৫টি ম্যাচে অংশ নেন এবং ৪টি গোল করেন, যা তার আক্রমণাত্মক দক্ষতার পরিচয় বহন করে। তার পারফরম্যান্সের মাধ্যমে তিনি কোচ ও স্কাউটদের নজরে আসেন এবং দ্রুত সিনিয়র পর্যায়ে খেলার সুযোগ পান।

২০২৪ সালে তিনি পেশাদার ফুটবলে অভিষেক করেন Ligorna ক্লাবের হয়ে। সেখানে তিনি মোট ৬টি ম্যাচ খেলেন। একই বছর তিনি Livorno ক্লাবে যোগ দেন এবং দুইটি ম্যাচে অংশগ্রহণ করেন। এরপর ২০২৫ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি তিনি Olbia ক্লাবের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন।

অলবিয়ায় যোগ দেওয়ার পর তিনি দ্রুতই নিজের সামর্থ্যের প্রমাণ দেন। ক্লাবের অনূর্ধ্ব-১৯ দলের হয়ে এক ম্যাচে হ্যাটট্রিক করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এছাড়া প্রথম দলের হয়ে অভিষেক ম্যাচেই তিনি প্রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সমতাসূচক গোল করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যা তার আত্মবিশ্বাস ও দক্ষতার প্রতিফলন।

আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার

২০২৫ সালে ফাহমিদুল ইসলাম প্রথমবারের মতো Bangladesh national team-এর প্রাথমিক দলে ডাক পান। এটি ছিল AFC Asian Cup 2027 qualification-এর ভারত ম্যাচকে সামনে রেখে গঠিত স্কোয়াড। তিনি সৌদি আরবের তাইফ শহরে দলের সঙ্গে অনুশীলনে যোগ দেন। তবে শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত ২৪ সদস্যের দলে জায়গা না পাওয়ায় তাকে ইতালিতে ফিরে যেতে হয়।

পরবর্তীতে একই বছরের ২৭ মে ভুটান ও সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ম্যাচের জন্য আবারও তাকে প্রাথমিক দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অবশেষে ২০২৫ সালের ৪ জুন ভুটানের বিপক্ষে ম্যাচে তিনি বাংলাদেশের হয়ে অভিষেক করেন। সেই ম্যাচে তিনি ৬০ মিনিট মাঠে ছিলেন এবং নিজের সামর্থ্যের পরিচয় দেন।

ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

ফাহমিদুল ইসলাম বাংলাদেশের ফুটবলের এক সম্ভাবনাময় তরুণ তারকা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছেন। ইউরোপীয় ফুটবলে বেড়ে ওঠার অভিজ্ঞতা এবং তার টেকনিক্যাল দক্ষতা তাকে জাতীয় দলের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদে পরিণত করতে পারে। ভবিষ্যতে তিনি বাংলাদেশের ফুটবলকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আরও উজ্জ্বল করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন।

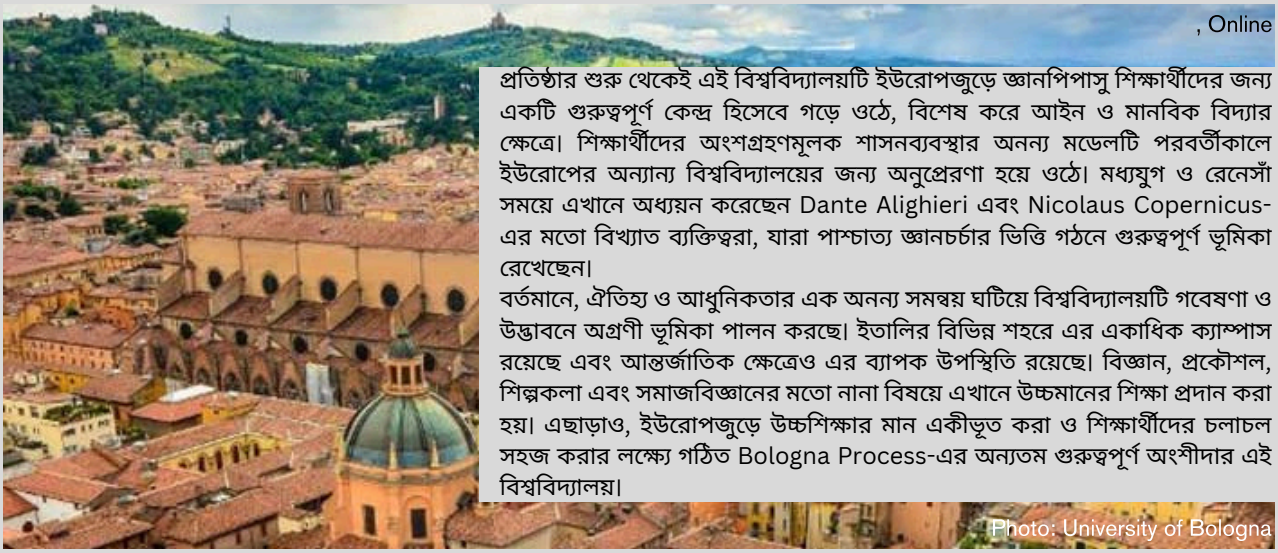
FEATURED UNIVERSITY

The University of Bologna

উচ্চশিক্ষার ইতিহাসে অন্যতম প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইতালির বোলোনিয়া শহরে অবস্থিত University of Bologna একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। ১০৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয়টিকে বিশ্বের সর্বপ্রাচীন ধারাবাহিকভাবে পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এ কারণেই এটি "Alma Mater Studiorum" নামে পরিচিত, যার অর্থ "জ্ঞানচর্চার পুষ্টিদাত্রী জননী।"



Photo: University of Bologna



, Online

প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই এই বিশ্ববিদ্যালয়টি ইউরোপজুড়ে জ্ঞানপিপাসু শিক্ষার্থীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে, বিশেষ করে আইন ও মানবিক বিদ্যার ক্ষেত্রে। শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণমূলক শাসনব্যবস্থার অনন্য মডেলটি পরবর্তীকালে ইউরোপের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠে। মধ্যযুগ ও রেনেসাঁ সময়ে এখানে অধ্যয়ন করেছেন Dante Alighieri এবং Nicolaus Copernicus-এর মতো বিখ্যাত ব্যক্তিত্বরা, যারা পাশ্চাত্য জ্ঞানচর্চার ভিত্তি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।

বর্তমানে, ঐতিহ্য ও আধুনিকতার এক অনন্য সমন্বয় ঘটিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টি গবেষণা ও উদ্ভাবনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। ইতালির বিভিন্ন শহরে এর একাধিক ক্যাম্পাস রয়েছে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এর ব্যাপক উপস্থিতি রয়েছে। বিজ্ঞান, প্রকৌশল, শিল্পকলা এবং সমাজবিজ্ঞানের মতো নানা বিষয়ে এখানে উচ্চমানের শিক্ষা প্রদান করা হয়। এছাড়াও, ইউরোপজুড়ে উচ্চশিক্ষার মান একীভূত করা ও শিক্ষার্থীদের চলাচল সহজ করার লক্ষ্যে গঠিত Bologna Process-এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার এই বিশ্ববিদ্যালয়।

Photo: University of Bologna



Photo: University of Bologna

University of Bologna-এর বিশেষত্ব শুধু তার ঐতিহাসিক গুরুত্বেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এর প্রকৃত শক্তি নিহিত রয়েছে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজেকে পরিবর্তন করার সক্ষমতায়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এটি জ্ঞানচর্চার এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে টিকে আছে এবং আজও বিশ্বব্যাপী উচ্চশিক্ষার মান নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়টি গবেষণা, উদ্ভাবন এবং আধুনিক শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞানের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর অবদান আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। এখানকার শিক্ষাব্যবস্থা এমনভাবে গড়ে তোলা হয়েছে, যাতে শিক্ষার্থীরা শুধু তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জন না করে, বরং বাস্তব জীবনের সমস্যার সমাধানেও দক্ষ হয়ে ওঠে।

এছাড়া, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও বিনিময় কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বৈশ্বিক অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পায়। এর ফলে তারা বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়।

সবশেষে, University of Bologna অতীতের ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মধ্যে একটি সুন্দর সংযোগ স্থাপন করেছে। এটি শিক্ষার্থীদের একদিকে ইতিহাসের শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত রাখে, অন্যদিকে ভবিষ্যতের নতুন সম্ভাবনার দিকে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করে।

সংস্কৃতি

ইতালির ভেনিসে অনুষ্ঠিত *Festa della Sensa* শহরের সমুদ্রসম্পর্ক উদযাপন করে, যেখানে প্রতীকী বিবাহ, নৌযাত্রা ও ঐতিহ্যবাহী উৎসবমুখর পরিবেশ দেখা যায়।

Festa della Sensa: ভেনিসের সমুদ্র ঐতিহ্যের অনন্য উৎসব



ইতালির ভেনিসে অনুষ্ঠিত **Festa della Sensa** এক হাজার বছরেরও বেশি ইতিহাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এই উৎসব শহরের সমুদ্রের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক উদযাপন করে, যা ১৪ থেকে ১৮ শতকে ভেনিসকে ভূমধ্যসাগরের অন্যতম বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। মূল আকর্ষণ হলো "সমুদ্রের সঙ্গে বিবাহ" অনুষ্ঠান, যেখানে ডোজ বা বর্তমানে মেয়র সমুদ্রের মধ্যে একটি আংটি ফেলেন, যা ভেনিসের সমুদ্রের সঙ্গে ঐক্যের প্রতীক।

আজও, ফেস্টা দেল্লা সেনসা ভেনিসের অন্যতম প্রাণবন্ত ঐতিহ্য, যেখানে শহরের পুরো জনগণ অংশগ্রহণ করে। শত শত নৌকা অংশ নেয় নৌযাত্রায়, আর যারা নৌকায় না চড়তে চায় তারা তীরের ধারে দাঁড়িয়ে উৎসবটি উপভোগ করে। মূল লক্ষ্য হলো অংশগ্রহণ করা–এটাই সত্যিকারের ভেনিসিয়ান অভিজ্ঞতা।

উৎসবের সবচেয়ে উজ্জ্বল মুহূর্ত ঘটে লিডোতে, যেখানে সমুদ্রের বিবাহ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ডায়োস বা মেয়রের উপস্থিতিতে সমুদ্রে আংটি ফেলা হয়, যা ভেনিসের ও সমুদ্রের মিলনের প্রতীক। এছাড়াও, সকালেই সেনসা রেগাটা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে পুরুষরা ৪ চেয়ার বিশিষ্ট গন্ডোলায়, মহিলা ২ চেয়ার বিশিষ্ট মাসকারেতে, আর ছোটরা ২ চেয়ার বিশিষ্ট পুপারিনিতে অংশ নেয়। ভেনিসিয়ান নৌকায় প্রত্যেকের জন্য কিছু না কিছু থাকে।

ঐতিহাসিকভাবে, এই উৎসব দুই বড় ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। প্রথম, ১০০০ খ্রিষ্টাব্দে ডোজ পিয়েত্রো ওরসিওলো দ্বিতীয় দালমেশিয়ার দিকে একটি বিশাল নৌবাহিনী নিয়ে বের হন, পাইরেসি রোধ ও ভেনিসের প্রভাব প্রতিষ্ঠা করার জন্য। এই সময় থেকেই সমুদ্রের বিবাহের ঐতিহ্য শুরু হয়। দ্বিতীয়, ১১৭৭ সালে পোপ আলেকজান্ডার তৃতীয় এবং সম্রাট ফ্রেডরিক বারবারোসার মধ্যে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর হয় ভেনিসে, যা উৎসবকে একটি ধর্মীয় মহিমা দেয়।

আজকের দিনে, **Festa della Sensa** শুধুই রাজনৈতিক বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়। এটি একটি শহরের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উৎসব, যেখানে রঙিন নৌযাত্রা, ঐতিহ্যবাহী পোশাক এবং প্রাণবন্ত পরিবেশ ভেনিসের সমুদ্র-ঐতিহ্যের এক অনন্য চিত্র ফুটিয়ে তোলে। যারা প্রত্যক্ষভাবে অংশ নেয় বা তীর থেকে পর্যবেক্ষণ করে, উভয়েই অনুভব করে ভেনিসের জীবন্ত ঐতিহ্য।

ভেনিসে থাকাকালীন এই উৎসবটি মিস করা যায় না–হয় আপনি নৌকায় চড়বেন, বা রিভা দেই শিয়াভোনি থেকে হাজার হাজার রঙিন নৌকার শোভা দেখবেন। **Festa della Sensa** কেবল একটি উদযাপন নয়, এটি ভেনিসিয়ান ইতিহাস, ধর্ম, ও সমুদ্রের সঙ্গে শহরের চিরন্তন বন্ধনের সাক্ষ্য।

The Abroad Insight

CAREER

6th February | Friday
Issue 05, 2026

The ABROAD INSIGHT



www.edexglobalnexus.com/tai

06 February 2026
issue 05, VOL. 02, Friday

The ABROAD INSIGHT



THE ABROAD INSIGHT

Weekly News Letter

www.edexglobalnexus.com/tai
Level 4 (B), House # 30, Road # 20,
Block # K, Banani, Dhaka-1213
Bangladesh

0 35545 62336 78 1

Photo: The University of Bologna